বার্ষিক রিপোর্ট
২০২২-২০২৩

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)
Centre for Advanced Research and Social Action (CARSA)

বার্ষিক রিপোর্ট
২০২২-২০২৩

কারসা

উপস্থাপনায়

অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল

নির্বাহী পরিচালক

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)

Centre for Advanced Research and Social Action (CARSA)

চেয়ারম্যান-এর বাণী

সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিগতকে পেছনে রেখে এগিয়ে চলা জীবনের চিহ্ন। সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)'র প্রবৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি আমাদেরকে নতুন আয়োজনের স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আপনারা জানেন, বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় গতিশীলতা রাখতে এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ভূমিকা কতখানি মূখ্য। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে কারসার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সফলতা আমাদেরকে এ কাজে অংশীদারীত্বের গৌরব দান করেছে।

করোনাকাল থেকে মধ্যম আয়ের মানুষকেও বিকল্প আয়ের কথা ভাবতে বাধ্য হতে হচ্ছে। কোন দেশের আর্থিক প্রবাহ কমে গেলে জনমনে যে আশংকা দেখা দেয়, প্রয়োজন হয় নতুন আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্র। এরকম পরিস্থিতিতে অনেক নতুন উদ্যোক্তা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন। তরুণ উদ্যোক্তারা সুন্দর আগামীর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছেন। মানুষের আয়ের ব্যবস্থা করার মত প্রতিষ্ঠানগুলোও পাশাপাশি কাজ করে চলেছে। স্বল্প পরিসরে হলেও তাদের পাশে থাকতে পেরে আমরা আনন্দিত।

সকলেই অবগত আছেন ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পসমূহ নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে কাজ করলেও বর্তমানে এর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুনভাবে তরুণরা ঋণ নিয়ে প্রকল্প তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। যুক্ত হচ্ছেন কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতরণ ক্ষুদ্র শিল্পে। নবায়নযোগ্য প্রকল্পেও তরুণরা যুক্ত হচ্ছেন, যা আমাদের আশান্বিত করে। বিভিন্ন কুটির শিল্প আমাদের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যকে আমরা নানাভাবে উৎসাহিত করেছি। কুটির শিল্পের উৎপাদনে বিনিয়োগের মাধ্যমে যেমন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার কর্তব্য করছি, তেমনি কুটির শিল্পের প্রসার বৃদ্ধিতে বাজার তৈরি ও ভোক্তা হিসেবে নিজেদের অবস্থান বিনির্মাণে কাজ করে চলেছি। আমরা সকল কুটির শিল্পীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

অতীতে আমরা জাতি হিসেবে অত্যন্ত তেজস্বীতার পরিচয় দিয়েছি। আমাদের আছে সোনালী গৌরব। নতুন শতাব্দীর নতুন জীবন চক্রের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে শিল্প ও প্রযুক্তির পাশাপাশি ঐতিহ্যকে সমান সম্মান করতে হবে। সেই হিসেবে, আমরা শপথ নিতে চাই প্রতিটি তরুণ যেন নিজের দেশ ও জাতির আত্মমর্যাদাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার যোগ্য হয়ে ওঠে। এজন্য আমরা তরুণদেরকে বিশেষভাবে মূল্যায়নের চেষ্টা করি। অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সকল ব্যবসায়ীদের সৎভাবে মুনাফা নির্ধারণের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। সেই অভ্যাস তরুণ বয়স থেকেই করা দরকার। বিভিন্ন সুবিধাবাদী গোষ্ঠির তৎপরতার বাইরে নিজস্ব মানসিক জোর রেখে তাদের সততার সাথে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানুষের অসহয়তার সুযোগ নিয়ে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করা অনৈতিক কাজ।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রতিকুলতা তৈরি হয়। পারস্পারিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভ্যাস জরুরি। বেসরকারি উদ্যোগসমূহ এই সকল অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুরু থেকেই এদেশের নারীদের আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সফলতা এলেও সাংস্কৃতিক উদারতা নির্মাণে সফলতা ব্যহত হতে দেখা গেছে। সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির কন্যারা দেশের জন্য বিভিন্নভাবে গৌরব বয়ে আনছে। সম্মিলিতভাবে তাদের যত্ন ও নিরাপত্তা দিতে হবে। অপরিসীম সাহসীকতা ও পরিশ্রমের সাথে এ সকল প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিয়ে তারা নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন, ভবিষ্যতেও করে যাবেন।

এখন একটি বিরাট অংশের নারী উদ্যোক্তা নিজের আয়ের পাশাপাশি অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন। নিদারুন প্রতিকুলতা পার করে তারা নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন, করে চলেছেন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এই অর্জনের অংশীদার। নারী বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে কিছু মানুষ আমাদের এই অর্জনকে পেছন থেকে আঘাত করতে সদা তৎপর। তাদেরকে সচেতন করতে হবে। বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে নারীর অর্জনের পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক সাংগঠনিক অঙ্গনে নারীদের আরো বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ইতিহাসের মত একদিন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা এ সকল সোনালী অর্জনের ফল ভোগ করবে।

দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে উন্নয়নের লক্ষ্য অব্যাহত রাখতে পারলে বাংলাদেশ একদিন সত্যিকারের এশিয়ান টাইগার হয়ে উঠবে। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে চলি সমাজে বিকাশ অব্যাহত থাকবে আশা রাখি। এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সংস্থার কর্ম এলাকায় সমৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবদের নিয়ে বিভিন্ন কাজ সফলভাবে পরিচালনা করছি। পরিশেষে কারসার সকল কর্মী, কর্মকর্তা, সহযোগী ও শুভার্থীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কারসার সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ সদস্যদেরকে। কারসার কার্যক্রমে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে এমআরএ, পিকেএসএফ এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মসসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা জানাচ্ছি।

সকলের প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছান্তে,

(মোঃ মতিউর রহমান)
চেয়ারম্যান।

নির্বাহী পরিচালক-এর বাণী

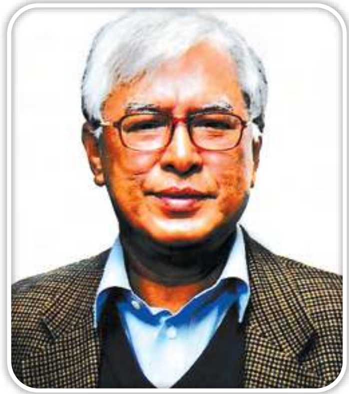

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা।

বিদায়ী অর্থবছরে সকলের প্রচেষ্টার ফলে পাওয় সকল অর্জন আমাদেরকে বিকশিত করেছে। করোনা মহামারী পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক মন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নতুন কাজ ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ অর্জন আমাদের সকলের। বিগত বছরসমূহে করোনা মহামারি ও তৎপরবর্তী আর্থিক ধকলে কারসার নিজস্ব প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা মন্থর হলেও আলোচ্য অর্থবছরে সে ক্ষতি থেকে বেরিয়ে আসা গেছে এবং সংস্থার উন্নতি হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আর্থিক সচলতার সাথে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের যোগসূত্র থাকার কারণে আর্থিক ক্ষতি তৃণমূল অর্থব্যবস্থাকে নিশ্চিত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। করোনা মহামারীর পরে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক ধ্বস মোকাবেলা করতে গিয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের অসহায়ত্ব সকলকে বিচলিত করেছে। অর্থনীতির মেরুদন্ড সচল রাখতে সর্বস্তরের মানুষ নিজের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছেন। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পসমূহ সংস্থার সদস্যদের অর্থ উপার্জনের ভিত্তি মজবুত করতে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।
নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রচেষ্টা এগিয়ে নিতে ভীষণভাবে তৎপর রয়েছে। নানাভাবে স্বল্প আয়ের মানুষকে উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে চলেছে। বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করে যেমন সরাসরি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে, তেমনি নতুন নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়েছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বাজার তৈরিতে সহায়তা করেছে। তরুণদের মাঝে আশা জারি রাখতে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা অপরিসীম। এই অবস্থা ধরে রাখতে গণমানুষের সাথে যুক্ত থেকে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে কারসা। কেননা আমরা জানি অর্থের প্রবাহ তৃণমূল অঞ্চলসমূহে প্রাণ সঞ্চার করে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের সমতা নিশ্চিত না করা গেলে সে উন্নয়ন টেকসই হয়না। বিশ্বের যে দেশগুলো উন্নত দেশের রোল মডেল হয়েছে, দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা গেছে সে সকল দেশের উন্নয়ন মডেল আপামর মানুষের, প্রাণ ও প্রকৃতির সাথে ভারসাম্যপূর্ণভাবে হয়েছে। ফলে তারা উন্নয়নে স্থায়ীত্ব অর্জন করেছে। সেসব দেশকে আমাদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং এর থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজস্ব প্রতিবেশে মানানসই টেকসই ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীবনাচারণের ধারাবাহিক বিবর্তনকে ক্ষতি না করে উন্নত দেশগুলো এ অবস্থায় এসেছে। সকলকে তাদের নিজ কাজে দায়ীত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। তবেই আমরা একটি করে সফলতার গৌরব উদযাপন করতে পারবো।
সদস্যরা হলেন একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। এ কথা বিবেচনায় রেখে আমরা ভিন্ন ভিন্ন খাতে বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছি। অধিকাংশ প্রকল্প সফলতার সাথে উন্নতি করছে। সদস্যদের সমস্যায় তাদের পাশে থাকতে পারার অর্জনটুকু আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। নিম্ন আয়ের মানুষ, ভূমিহীন বিত্তহীনকে আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে যুক্ত করতে পারার অর্জন যেমন আমাদের গর্বিত করে, তেমনি নিম্ন মধ্য অবস্থানের ব্যবসা উদোগে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে একসাথে বেশি সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। যা পরবর্তী বিনিয়োগ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। আমরা এ সকল উদ্যোক্তাদের ক্রমাগত সাফল্য কামনা করি।

বরাবরের মত দেশের অর্থনীতিতে নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ কাজ অব্যাহত রাখতে পেরে আমরা আনন্দিত। কারসার ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী উদ্যোমী কর্মী-কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে সকলকে তার জায়গা থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্যও আহ্বান জানাচ্ছি। সকলে যদি তার জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, সফলতা আসতে বাধ্য।

কারসার কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতার জন্যে সংস্থার চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সার্বিক সহযোগিতার জন্য পিকেএসএফ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করে সংস্থার কার্যক্রমকে তত্ত্বাবধায়ন করার জন্য এমআরএ-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সার্বিক সহযোগিতার জন্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মসসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
সকলের প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছান্তে,

অধ্যাপক আবুল হোসেন আহমেদ কামাল।
নির্বাহী পরিচালক।

কারসা পরিচিতি

দারিদ্রের দুষ্টচক্রে আটকে থাকা বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমানের পরিবর্তন করতে নিশ্চিত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অংশীদার হিসেবে দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৬ সালে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা) কাজ শুরু করে। আর্থিক স্বচ্ছলতার সহায়ক কাজ সৃষ্টি ও পরিচালনা করতে অর্থ বিনিয়োগের সামর্থ্য না থাকার কারণে দারিদ্র্য নিরসন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনমানের উন্নয়ন করতে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। কারসা অনুধাবন করে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করার পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এবং ঋণ প্রাপ্তি দরিদ্র মানুষের অধিকার। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন করা গেলে মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া যাবে। মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত মৌলিক অধিকার অর্জনের জন্য কাজ করতে পারলে জীবনমানের উন্নয়ন করার পদক্ষেপও নিশ্চিত হয়। জীবনমানের উন্নতি করতে হলে সামগ্রিক ভাবে কাজ করতে হবে। শুরুতেই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ না করলেও এই উপলব্ধির জায়গা থেকে কারসা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ক্ষুদ্রঋণর চার দশকের ইতিহাসে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের ব্যবস্থার সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ অনেক বড় ভূমিকা রাখছে।

১৯৯৮ সাল থেকে কারসা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে সম্পৃক্ত হয়। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি কারসা পিকেএসএফ-এর র্কাক্রমের অংশীদার হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

লক্ষ্য

সদস্যদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুনের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতাভুক্ত করে দারিদ্র্য দূর করা এবং এলাকার শিক্ষিত বেকার নারী-পুরুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমিহীন বিত্তহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, আয় বৃদ্ধি করা, সচেতনতা সৃষ্টি করা ও ক্ষমতায়ন করা।

মূল্যবোধ

নবধারা প্রবর্তন, অন্তর্ভুক্তি করণ, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও নিষ্ঠা, দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা, মানবিক মর্যাদা

প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দ

১	অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল	সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান)
২	অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ	সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডিরেক্টরস, সোনালী ব্যাংক লিঃ
৩	অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ	অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ
৪	ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ	অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৫	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি)
৬	জনাব এম.এ. মালেক	ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
৭	জনাব রওনক আহমেদ	সমাজসেবক

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

উপদেষ্টা পরিষদ

সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে পরামর্শ গ্রহণের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ-

১	জনাব আলবাব আখন্দ	অর্থনীতিবিদ
২	জনাব আবদুর রশিদ	প্রকৌশলী ও সমাজসেবক
৩	ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ	পদার্থ বিজ্ঞানী
৪	ডাঃ আহমেদ হাসান	চিকিৎসক ও সমাজসেবক
৫	জনাব আহমেদ সেফাত	প্রকৌশলী ও সমাজসেবক

সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল স্তরে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারসার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধরণী পর্যায় হলো সাধারণ পরিষদ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সংস্থার সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২৭ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম ও পরিচয়-

১	জনাব মোঃ মতিউর রহমান	অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও সমাজসেবক
২	জনাব এ এইচ আহমেদ জামাল	ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
৩	জনাব জয়ন্ত কুমার বসু	সমাজসেবক
৪	জনাব সৈয়দ মাঈনুল হক	সমাজসেবক ও আইনজীবী
৫	জনাব মোহাম্মদ আলী আখন্দ	সমাজসেবক
৬	ড. সৈয়দ তারিকুজ জামান	গবেষক ও সমাজসেবক
৭	জনাব তাহমিনা বেগম এমপি	অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও সমাজসেবক
৮	প্রফেসর এ এইচ আহমেদ নাছের	অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ও সমাজসেবক
৯	অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ	প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
১০	ড. হোসেন জিল্লুর রহমান	অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১	জনাব সুলতানা রেবু	সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিক্ষাবিদ
১২	জনাব রাহাত আরা বেগম	সমাজসেবক
১৩	বেগম নিলুফার	গবেষক ও সমাজসেবক
১৪	ডাঃ কাজী কামরুজ্জামান	চিকিৎসক ও সমাজসেবক (একুশে পদক প্রাপ্ত) ও চেয়ারম্যান, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল
১৫	জনাব আখতার হোসেন খান	অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও সমাজসেবক
১৬	ড. মুহম্মদ শহীদ-উজ-জামান	নির্বাহী পরিচালক, ইকো-সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও সমাজসেবক
১৭	জনাব এম.এ মালেক	ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
১৮	জনাব চৌধুরী মোশাররফ হুসাইন	সমাজসেবক
১৯	জনাব হরিপদ দাস	অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সমাজসেবক
২০	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
২১	জনাব আকতার হামিদ মাসুদ	সমাজসেবক
২২	জনাব মোঃ আকতার হোসেন সান্নামাত এফসিএ	চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস ও সমাজসেবক
২৩	জনাব মিফতা নাঈম হুদা	নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) ও সমাজসেবক
২৪	সৈয়দা সাকিনা মমতাজ হক	সমাজসেবক
২৫	জনাব আবু নাছের আহমেদ ইসতিয়াক	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজসেবক
২৬	জনাব অরুপ রাহী	সাংস্কৃতিক কর্মী ও সমাজসেবক
২৭	জনাব আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন	প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজসেবক

কারসা'র বর্তমান নির্বাহী কমিটি

২৬ অক্টোবর ২০২০ হতে ২৫ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ৩ বছরের জন্য বা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত (যা আগে ঘটে) সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ হলেন-

জনাব মোঃ মতিউর রহমান
চেয়ারম্যান

জনাব এ এইচ আহমেদ জামাল
ভাইস চেয়ারম্যান

জনাব জয়ন্ত কুমার বসু
ট্রেজারার

অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল
সচিব

সৈয়দ মাঈনুল হক
সদস্য

জনাব তাহমিনা বেগম, এমপি
সদস্য

জনাব মোহাম্মদ আলী আখন্দ
সদস্য

ড. সৈয়দ তারিকুজ জামান
সদস্য

প্রফেসর এ এইচ আহমেদ নাছের
সদস্য

নির্বাহী কমিটির সভা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কারসা'র নির্বাহী কমিটির মোট ৬টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলোর নম্বর ও তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

সভা নং - ১৮০, তারিখঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২।
সভা নং - ১৮১, তারিখঃ ২৬ অক্টোবর ২০২২।
সভা নং - ১৮২, তারিখঃ ১২ ডিসেম্বর ২০২২।
সভা নং - ১৮৩, তারিখঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
সভা নং - ১৮৪, তারিখঃ ২৬ মার্চ ২০২৩।
সভা নং - ১৮৫, তারিখঃ ১৪ জুন ২০২৩।

প্রতিটি সভায় বিভিন্ন আলোচ্যসূচি ভিত্তিক আলোচনা শেষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে থাকেন।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায় ও প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সহায়তায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক সভা ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে সংস্থার বিভিন্ন স্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি-

প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি

অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল
নির্বাহী পরিচালক

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক (এফএএম)

জনাব মোঃ ইকরামুল হক
সিনিয়র ডিজিএম (হিসাব)

জনাব এম এ জলীল
সিনিয়র এজিএম (এফএএম)

জনাব রেক্সোনা পারভীন
এজিএম (এফএএম)

জনাব দানিয়েল হালদার
অফিসার (হিসাব ও আইটি)

জনাব রুবেল বকাউল
গাড়ি চালক

খন্দকার মো: সফিকুল ইসলাম
পিওন

সামাজিক কার্যক্রম

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান
পরিচালক, সামাজিক কার্যক্রম

মনিটরিং সেল

জনাব মোঃ এনামুল হক মিঞা
সিনিয়র এজিএম

জনাব মোহাম্মাদ ইউনুস আলী
সিনিয়র এএম

জনাব তৌহিদুজ্জামান
এএম

এরিয়া ম্যানেজার

জনাব মোহাম্মদ আসাদউজ্জামান
শরীয়তপুর এরিয়া

জনাব শহিদুল ইসলাম
মাদারীপুর এরিয়া

জনাব মো: নাহিদ হাসান
ভাংগা এরিয়া

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

মোঃ বশির আহমেদ
মস্তফাপুর

মোঃ আব্বাছ আলী
সাহেবরামপুর

বিমল চন্দ্র রায়
ভাংগা

মোঃ ফারুক হোসেন মৃধা
কার্তিকপুর

আল আমিন শরীফ
গোসাইরহাট

মোঃ কামরুল হাসান
শিবচর

মোহাম্মদ আল-ইমরান
জাজিরা

মোঃ নাসিরউদ্দিন মোল্লা
কালকিনি

মোঃ নজরুল ইসলাম
মাদারীপুর

মোঃ ছালাম হোসেন
আংগারিয়া

মোঃ রফিকুল ইসলাম
কালামৃধা

মোঃ সেলিম হোসেন
দত্তপাড়া

সুব্রত সিকদার
নড়িয়া

আঃ রাজ্জাক
ভেদরগঞ্জ

মোঃ আলী আজগর
টেকেরহাট

জুবায়ের হোসেন
মহারাজপুর

মোঃ রিপন হাওলাদার
আলীনগর

মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম
সদরপুর

মোঃ ফরিদ উদ্দিন
ছিলারচর

সহকারি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

অমিত দাস
মাদারীপুর

রেশমা
সাহেবরামপুর

আজাদ হোসেন
মস্তফাপুর

সাগর খান
গোসাইরহাট

মোঃ মিলন হোসেন
দত্তপাড়া

মোঃ কামরুল হাসান
ভাংগা

কামরুজ্জামান
আলীনগর

সালমান শাহ
শিবচর

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা ও দোয়া অনুষ্ঠান।

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে শোক ও শ্রদ্ধায় জাতির পিতাকে স্মরণ করেছে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)। এদিন কারসার প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিসে আলোচনাসভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

শহীদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ।

১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখ ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন। এদিন কারসার প্রধান কার্যালয়ে আলোচনাসভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় দূর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২২ পালন।

সূচনা মহিলা সমিতির সদস্য তাজমিনা শিল্পী-র কন্যা সামিয়া জান্নাত-কে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন কারসার ভেদরগঞ্জ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জনাব আঃ রাজ্জাক।

কামিনী মহিলা সমিতির সদস্য ঝর্না বেগম-এর পুত্র ইমতিয়াজ সাইম-কে শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করছেন কারসার কালামৃধা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জনাব মো: রফিকুল ইসলাম।

কারসার তহবিলের উৎস

কারসার সকল কার্যক্রমের অর্থায়ন হয়ে আসছে তিনটি উৎস থেকে, যেমনঃ সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়, পিকেএসএফ ও ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ এবং কারসার নিজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিলসমূহ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ

কারসা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৯তম কর্মজীবন পার করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোভিড-১৯ অতিমারির মুখোমুখি হওয়ায় কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যদেরমত আমাদেরও বেগ পেতে হয়েছে। তারপরও বিশ্বব্যাপী এই অতিমারিকে মোকাবিলা করে অন্যান্য বছরগুলোরমত আলোচ্য অর্থবছরেও আমাদের আর্জন আছে। সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে ঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরছি-

আলোচ্য প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

আর্থিক অবস্থা

২০২২-২০২৩ অর্থবছর শেষে কারসার কর্মকাণ্ড ৫টি জেলার ১৭টি উপজেলায় মোট ৬৭১টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ১৯টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে এ বছর পর্যন্ত সংস্থার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫,১৭৫ জন। জুন ২০২৩ পর্যন্ত কারসার ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ৯৫৬ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়ের হার ৯৯.২২%। ঋণ বিতরণ, ঋণস্থিতি, সঞ্চয় স্থিতি, উদ্বৃত্ত আয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত আছে।

- ❖ আলোচ্য বছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ১৬,০০,০৪,১৪২/- টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৪,০৭,২৩,৫০৮/- টাকা। এ বছরে উদ্বৃত্ত ১,৯২,৮০,৬৩৪/- টাকা। ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ১৩,৪৬,৪৬,৮৬৯/- টাকা

- ❖ এ অর্থবছর শেষে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৮৩.৯১ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত ৫.৩৫ কোটি টাকা ও এসএনডি হিসাবে ১২.৫৪ কোটি টাকাসহ সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১০১.৮০ কোটি টাকা।

- ❖ জুন ২০২৩-এ কারসার মোট দায় রয়েছে ৯০,৫৬,৪২,৩৯৫/- টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে ১০৪,০২,৮৯,২৬৪/- টাকা।

- ❖ ২০২১-২২ অর্থবছরে সাধারণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২০.৬২ কোটি টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই সঞ্চয় আরও .৪৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ২১.০৬ কোটি টাকা। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ৬.১৯ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই সঞ্চয় আরও ১১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৩০ কোটি টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থার সর্বমোট সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৮.৬৮ কোটি টাকা যা মোট ঋণস্থিতির ৩৪.১৮%।

- ❖ আলোচ্য অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১২৪.৩২ কোটি টাকা, পূর্বের বছরে যা ছিল ১১৪.৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ, আলোচ্য বছরে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৫৩%। গত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৭৭.৪৪ কোটি টাকা এবং এ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩.৯১ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পূর্বের বছরের তুলনায় ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮.৩৫%।

- ❖ ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে ব্রাঞ্চ-প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪.৪২ কোটি টাকা। একইভাবে ব্রাঞ্চ-প্রতি সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১.৫১ কোটি টাকা। অন্যদিকে আলোচ্য বছরে ফিল্ড অফিসার প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮৪.৭৫ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৮.৯৭ লক্ষ টাকা।

- ❖ জুন ২০২৩-এ মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৬.৮৭ কোটি টাকা যা মোট ঋণস্থিতির ৮.১৮%। পূর্বের বছর খেলাপির পরিমাণ ছিল ৮.২৫ কোটি টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থার কু-ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৫.৩৮ কোটি টাকা। কু-ঋণ সঞ্চিতি খাতে ৭.১৯ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কোন নতুন ব্রাঞ্চ খোলা সম্ভব হয়নি।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ- এই চেতনা ধারণ করে পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নে ২০১২ সাল থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বহুমুখী সামাজিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

সংস্থার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রাইমারি স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নে ৪৫টি বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের পাঠদান অব্যাহত আছে।

শিক্ষাবৃত্তি

পিকেএসএফ এর অর্থায়নে কারসার সুবিধাভোগী পরিবারের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ২৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১২,০০০/- টাকা করে মোট ২,৭৬,০০০/- টাকা এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১২,০০০/- টাকা করে মোট ৩,০০,০০০/- টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরেও ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১২,০০০/- টাকা করে মোট ৩,২৪,০০০/- শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

আলোচ্য অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির আওতায় মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের সর্বমোট ৩,৪৮০ জন রোগীকে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিদিনই এই সেবার ধরণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

সমাজের নানা ধরনের অবক্ষয়রোধে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সফটওয়্যার কোম্পানী 'ডাটা সফট সিস্টেম বাংলাদেশ লিমিটেড' থেকে গ্রহণকৃত সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে সংস্থার সকল ব্রাঞ্চে AIS ও MIS সহ সব ধরনের প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে।

জনবল ও প্রশিক্ষণ

জুন ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থার মোট জনবল (সমৃদ্ধি কর্মসূচিসহ) ১৮৯ জনে উন্নীত হয়েছে। নিজস্ব ব্যবস্থাপনাসহ পিকেএসএফ-এর সহায়তায় তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিনত করা হয়।

হিসাব ও কার্যক্রম নিরীক্ষা

কারসার বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক বছরান্তে সংস্থার কার্যক্রম ও হিসাব নিকাশ অডিট করেছে। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে এ বছরে কার্যক্রম অডিট করেছে। অডিট রিপোর্টের আলোকে সংস্থার কর্মকাণ্ড সুচারুভাবে এগিয়ে নেয়া সহ সকল কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কারসার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্থার ১৯টি শাখায় মোট ১৪৪টি অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ অডিট ও মনিটরিং কার্যক্রম

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি যেমন- অনিয়ম, অসংগতি, আত্মসাৎ, চুরি, বকেয়া ইত্যাদি ঘটনার অবকাশ থেকে যায়। আমাদের বেশিরভাগ ঋণ কার্যক্রম প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে কম সচেতন মানুষদের নিয়ে পরিচালিত হয়। সচেতনতার অভাবে সদস্য পর্যায় থেকে সঠিক সময়ে সঠিক অভিযোগ পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে এ ধরনের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রোধ করার জন্য প্রত্যেক সংস্থারমত আমাদেরও অভ্যন্তরীণ অডিট ও মনিটরিং শাখা রয়েছে।

নির্বাহী পরিচালকের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ৩ জন অফিসার নিয়ে একটি টিম কারসার অভ্যন্তরীণ অডিট ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক একজন অডিট ও মনিটরিং অফিসার সমিতি পরিদর্শন, অফিসের সকল রেজিস্টার ও নথিপত্র যেমন কালেকশন শীট, ভাউচার, ক্যাশবুক, লেজার ও ব্যাংক ব্যালান্স সরেজমিনে যাচাই করেন। অডিট শেষে তারা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং ফিল্ড অফিসারদের সাথে মিটিং করে মনিটরিং-এ প্রাপ্ত ত্রুটি বিচ্যুতি, অনিয়ম ও অসংগতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং যে সব ভুলভ্রান্তি তাৎক্ষণিক সংশোধন করা যায় সেগুলি সংশোধন করেন। মনিটরিং শেষে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নির্বাহী পরিচালকের নিকটে পাঠানো হয়। মনিটরিং-এ প্রাপ্ত ভুলভ্রান্তি অনিয়ম ও অসংগতির বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হতে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ পদ্ধতির কারণে সকল কর্মকাণ্ডের গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেল-এর মাধ্যমে ২৫ জন ফিল্ড অফিসারকে আলীনগরে সংস্থার নিজস্ব ভবনে এক দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে কারসার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মাইক্রোক্রেডিটের ধারণা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন কৌশল, স্থানীয় সমাজের ভূমিকা বা অংশগ্রহণ এবং রিপোর্টিং সিস্টেম, ব্যবস্থাপনা কৌশল, ব্রাঞ্চ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, গ্রাম সংগঠন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা সৃষ্টি, নেতৃত্বের উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অফিস ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, দল গঠন ও দলীয় গতিশীলতা অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সদস্য, ঋণী ও প্রকল্প যাচাই, ঋণ আদায় পদ্ধতি, বকেয়া না পড়া, পড়লে তা আদায় কৌশল ইত্যাদি নিয়েও প্রশিক্ষণে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) হতেও এ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে সংস্থার ৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহয়তায় উদ্দ্যোক্তা হতে আগ্রহী যুবদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে "স্বপ্ন আমার উদ্দ্যোক্তা হবো"- শীর্ষক ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ । আলোচ্য অর্থবছরে ৪ টি ব্যাচে মোট ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা সার্টিফিকেট প্রদর্শন করে কারসা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

একনজরে কারসা

ক্রমিক নং	বিবরণ	জন/টাকা (২০২২)	জন/টাকা (২০২৩)
১	মোট ব্রাঞ্চ সংখ্যা	১৯	১৯
২	মোট স্টাফ সংখ্যা	১৩২	১৩২
৩	মোট সদস্য সংখ্যা	২৫,৪২৪	২৫,১৭৫
৪	মোট ঋণ গ্রহীতা সংখ্যা	১৮,৫৮৩	১৭,৬৯১
৫	মোট সমিতির সংখ্যা	১,৮১০	১,৮২৭
৬	পিকেএসএফ হতে ঋণ গ্রহণ মোট (পুঞ্জীভূত)	১৭১,৩৬,২৩,৭০০	২০১,৮৬,২৩,৭০০
৭	পিকেএসএফ-কে ঋণ ফেরত মোট (পুঞ্জীভূত)	১৩৮,২১,৫৭,০৩৯	১৫৫,৮৯,৮২,০৩৯
৮	পিকেএসএফ-এর মোট পাওনা	৩৩,১৪,৬৬,৬৬১	৪৫,৯৬,৪১,৬৬১
৯	মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	৭৭,৪৩,৮৯,১৩৩	৮৩,৯১,১৮,৪৪৭
১০	সদস্যদের সঞ্চয়স্থিতি	২৭,২০,৮০,৫৬৩	২৮,৬৮,৪৯,৮৯৯
১১	মাঠ পর্যায়ে মোট বকেয়া	৮,২৪,৫৪,৬৭২	৬,৮৬,৬১,২৮৮
১২	নীট উদ্বৃত্ত (পুঞ্জীভূত)	১১,৫৩,৬৬,২৩৫	১৩,৪৬,৪৬,৮৬৯
১৩	নীট উদ্বৃত্ত (চলতি বছর)	৫০,৪৪,৯৭১	১,৯২,৮০,৬৩৪

ঋণ কর্মসূচি

কালামৃধা ব্রাঞ্চের তিস্তা মহিলা সমিতির বুনিয়াদ সদস্য সুমাইয়া বেগমের কুটির শিল্প।

কারসা বর্তমানে ১৯টি ব্রাঞ্চ এবং ১৩২ জন কর্মীর মাধ্যমে বাংলাদেশের ৫টি জেলার ১৭টি উপজেলার ১২২টি ইউনিয়ন/পৌরসভায় ৬৭১টি গ্রামে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার প্রকল্পে তার নিজস্ব বিনিয়োগ এবং ঐ প্রকল্পে তার ঋণ চাহিদা বিবেচনা করে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পূর্বে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

ঋণ কম্পোনেন্টসমূহ হলো- জাগরণ, অগ্রসর, অগ্রসর-এমডিপি, বুনিয়াদ, সুফলন, এলআরএল, আয়বর্ধনমূলক, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ।

বিগত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতি বেড়েছে। ৩০ জুন ২০২২-এ ঋণস্থিতি ছিল ৭৭,৪৩,৮৯,১৩৩/- টাকা; পক্ষান্তরে ২০২৩ সালের একই তারিখে ঋণস্থিতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩,৯১,১৮,৪৪৭/- টাকা। যা পূর্বের অর্থবছরের চেয়ে ৬,৪৭,২৯,৩১৪/- টাকা বেশি। সংস্থার এ বছরের নিয়মিত আদায়ের হার (ওটিআর রেট) হচ্ছে ৯৭.৮৪%, যা গত বছর ছিল ৯৭.৫৪%। উল্লেখ্য, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর নিকট গ্রহণযোগ্য ওটিআরের ন্যূনতম হার হচ্ছে ৯২%। ঋণ কার্যক্রমে বর্তমান মোট সদস্য সংখ্যা ২৫,১৭৫ জন। এর মধ্যে ঋণী সদস্য ১৭,৬৯১ জন। এসব সদস্যের মোট সঞ্চয় স্থিতি রয়েছে ২৮,৬৮,৪৯,৮৯৯/- টাকা। পক্ষান্তরে ২০২২ সালের একই তারিখে মোট সঞ্চয় স্থিতি ছিল ২৭,২০,৮০,৫৬৩/- টাকা।

এক নজরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিবরণী

কর্মসূচির নাম	সুদের হার (ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতি)	মোট ঋণস্থিতি (জুন ২০২৩)	মোট ঋণস্থিতি (জুন ২০২২)	সার্ভিস চার্জ (জুন ২০২৩)	সার্ভিস চার্জ (জুন ২০২২)
জাগরণ	২৪.০০%	২৫,৩৭,৮৪,২২২	২৭,৯৪,৬৮,১১৪	৫,৫১,৩০,৪৬৭	৫,৬৬,৮৭,৭৬৩
অগ্রসর	২৪.০০%	৪২,৮৩,৬০,২৬১	৩৩,২৭,৯৩,৫৩৭	৭,৭৪,২৬,৭১৭	৪,৬৬,৩৯,৪১৮
অগ্রসর-এমডিপি	১৮.০০%	২,৩৮,৪২,০৩৭	১,২৯,৭৭,৭৬১	১৭,৫০,১১৬	১১,৭৩,৬২১
বুনিয়াদ	২০.৮০%	২,০১,০৩,৫৬০	১,৩১,৫৯,২২৮	২০,০১,৫৯৪	৩০,৭০,৮৪৯
সুফলন	২৪.০০%	৫,৭৪,৫৫,৬২১	৭,৫২,৩৪,৮৯৯	১,১৭,৭৫,০৩০	১,০৪,৯৪,০২১
এলআরএল	৮.০০%	১,৪২,৩৩,২০৩	২,৪৭,১৭,০০০	৯,৭০,১৪০	৩,৬০০
আয়বর্ধনমূলক	২৪.০০%	৪,০৬,৯২,০৯৯	৩,৪৭,১৫,৪৩৩	৭৯,৪৩,৯৪৮	৮০,৯৯,৫৬৬
জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	৮.০০%	২,১০,০০০	৪,০০,৯৮১	১৭,৬৩৯	২৮,৬১৮
সম্পদ সৃষ্টি	৮.০০%	৪,৩৭,৪৪৪	৯,২২,১৮০	৫৩,৭৫৯	৬৫,৩০৬
	মোট	৮৩,৯১,১৮,৪৪৭	৭৭,৪৩,৮৯,১৩৩	১৫,৭০,৬৯,৪১০	১২,৬২,৬২,৭৬২

ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া

কোন সদস্যের ঋণ প্রয়োজন হলে সমিতির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় সমিতি-পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে ঋণ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হলে ফিল্ড অফিসার ঋণের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস যথাযথভাবে পূরণ করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নিকট উপস্থাপন করেন। অতঃপর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ঋণ প্রস্তাবপত্র ও ঋণী যাচাই-বাছাই শেষে এরিয়া ম্যানেজারের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত দিনে ঋণ বিতরণ করেন। ঋণ আবেদনের ৭-১৫ দিনের মধ্যে ঋণ প্রদান করা হয়।

ঋণ প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের নিকট হতে গৃহীত ফি

ঋণ আবেদন ও ঋণ চুক্তিপত্র বাবদ ৫/- টাকা ও পাশ বই বাবদ ১০/- টাকা সর্বমোট ১৫/- টাকা গ্রহণ করা হয়।

ঋণের কিস্তি আদায় এবং পরিশোধের মেয়াদ

সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ঋণ বিতরণ করায় সর্বনিম্ন ১৫ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৮ দিন পরে কিস্তি আদায় শুরু হয়ে এবং ৪৬ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির চিত্র

বিবরণ	টাকা/জন
আলোচ্য অর্থবছরে মোট ঋণস্থিতি	৮৩,৯১,১৮,৪৪৭
পূর্বের অর্থবছরে ঋণস্থিতি	৭৭,৪৩,৮৯,১৩৩
পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় বর্তমানে ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে	৬,৪৭,২৯,৩১৪
আলোচ্য অর্থবছরে সার্ভিস চার্জ আয়	১৫,৭০,৬৯,৪১০
পূর্বের অর্থবছরে সার্ভিস চার্জ আয়	১২,৬২,৬২,৭৬২
পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় বর্তমানে সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি পেয়েছে	৩,০৮,০৬,৬৪৮
৩০ জুন ২০২৩ তারিখে মোট বকেয়া সদস্য	৩,৫৩৮
৩০ জুন ২০২৩ তারিখে মোট বকেয়া	৬,৮৬,৬১,২৮৮
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৫,৩৮,২৭,১৩০
আলোচ্য বছরে বকেয়া হ্রাস পেয়েছে	১,৩৭,৯৩,৩৮৪
আলোচ্য অর্থবছরে ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে	১,৯২,৮০,৬৩৪
এপর্যন্ত ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে	১৩,৪৬,৪৬,৮৬৯

ঋণ কার্যক্রমের প্রধান প্রধান প্রকল্পের বর্ণনা

জাগরণ ঋণ

সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় প্রকল্প জাগরণ। আলোচ্য বছরে এই প্রকল্পের চালচিত্র-

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২২	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	২৫,৩৭,৮৪,২২২	২৭,৯৪,৬৮,১১৪	(২,৫৬,৮৩,৮৯২)
সার্ভিস চার্জ আদায়	৫,৫১,৩০,৪৬৭	৫,২৬,৯৬,৬৫১	২৪,৩৩,৮১৬
মোট বকেয়া	২,৯০,৯৯,১৩৬	৩,৮৫,৭১,২০৯	(৯৪,৭২,০৭৩)
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	২,৩৮,০৪,৪৬৩	২,৯৬,৯১,০৮৭	(৫৮,৮৬,৬২৪)
বকেয়া সদস্য	২,১৮৮	২,৮০৫	(৬১৭)
সঞ্চয় স্থিতি	১৬,১৫,৬২,৩১৪	১৭,৫১,৫৯,১২২	(১,৩৫,৯৬,৮০৮)
সদস্য সংখ্যা	১৭,১১৮	১৮,৭০৩	(১,৫৮৫)
ঋণী সংখ্যা	৯,৮৯৮	১১,৮০৮	(১,৯১০)

সাহেবরামপুর ব্রাঞ্চের জাগরণ ঋণ কম্পোনেন্টের রাখালিয়া মহিলা সমিতির সদস্য শেফালী রানীর বাঁশের চাটাই তৈরি।

শিবচর ব্রাঞ্চের জাগরণ ঋণ কম্পোনেন্টের চাঁদনী মহিলা সমিতির সদস্য যমুনা রানী ঋষি-র ঐতিহ্যবাহী লোকজ বেতের শিল্প।

অগ্রসর ঋণ

সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রকল্প অগ্রসর। আলোচ্য বছরে এই প্রকল্পের চালচিত্র-

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২২	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	৪২,৮৩,৬০,২৬১	৩৩,২৭,৯৩,৫৩৭	৯,৫৫,৬৬,৭২৪
সার্ভিস চার্জ আদায়	৭,৭৪,২৬,৭১৭	৪,৬৬,৩৯,৪১৮	৩,০৭,৮৭,২৯৯
মোট বকেয়া	২,৭৩,৮৪,২০০	২,৭২,৬০,৪৫৬	১,২৩,৭৪৪
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	১,৮৫,৯৪,৭৯০	১,৯৩,৬৫,৭০৪	(৭,৭০,৯১৪)
বকেয়া সদস্য	৪৮০	৪৪২	৩৮
সঞ্চয় স্থিতি	১০,১২,৮৯,২৪৩	৫,২২,৫৬,২১২	৪,৯০,৩৩,০৩১
সদস্য সংখ্যা	৪,৭১৪	৩,৭০৯	১,০০৫
ঋণী সংখ্যা	৩,৫৩১	২,৮১০	৭২১

কালামৃধা ব্রাঞ্চের ময়নামতি মহিলা সমিতির অগ্রসর সদস্য রিমা আক্তার-এর খাদ্য তৈরি প্রকল্প।

কালামৃধা ব্রাঞ্চের বুনিয়াদ সদস্য লক্ষী দাস-এর কুলা তৈরি প্রকল্প।

বুনিয়াদ ঋণ

দরিদ্র মানুষের ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সূচনা হয় বুনিয়াদ ঋণের মাধ্যমে

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২২	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	২,০১,০৩,৫৬০	১,৩১,৫৯,২২৮	৬৯,৪৪,৩৩২
সার্ভিস চার্জ আদায়	২০,০১,৫৯৪	৩০,৭০,৮৪৯	(১০,৬৯,২৫৫)
মোট বকেয়া	৪৯,৮৮,১৬৭	৭০,০৩,৯৫৯	(২০,১৫,৭৯২)
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৪৯,১৫,৮৯৯	৬৫,০৯,৫৩৩	(১৫,৯৩,৬৩৪)
বকেয়া সদস্য	৫৫৫	৬৩০	(৭৫)
সঞ্চয় স্থিতি	৯৯,৫২,২২৯	৬৮,৯৬,২৮২	৩০,৫৫,৯৪৭
সদস্য সংখ্যা	২,৬২১	২,৩৪৩	২৭৮
ঋণী সংখ্যা	১,৫৮২	১,১৬২	৪২০

সুফলন ঋণ

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২২	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	৫,৭৪,৫৫,৬২১	৭,৫২,৩৪,৮৯৯	(১৭৭,৭৯,২৭৮)
সার্ভিস চার্জ আদায়	১,১৭,৭৫,০৩০	১,০৪,৯৪,০২১	১২,৮১,০০৯
মোট বকেয়া	৫৯,৬৪,২৮১	৭৯,৩০,৮৮৪	(১৯,৬৬,৬০৩)
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৫৫,৬৮,৬২৯	৬৮,১২,৩৬৩	(১২,৪৩,৭৩৪)
বকেয়া সদস্য	৩৮৩	৪৫৯	(৭৬)
সদস্য সংখ্যা	১,৯১২	২,৪৭৫	(৫৬৩)
ঋণী সংখ্যা	১,৯১২	২,৪৭৫	(৫৬৩)

সদরপুর ব্রাঞ্চের আদর্শ পুরুষ সমিতির সুফলন কম্পোনেন্টের সদস্য আলতাব হোসেন-এর সবজি চাষ প্রকল্প।

আলীনগর ব্রাঞ্চের পথের সাথী মহিলা সমিতির আয়বর্ধনমূলক সদস্য রীনা বেগম-এর গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প

আয়বর্ধনমূলক ঋণ

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২২	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	৪,০৬,৯২,০৯৯	৩,৪৭,১৫,৪৩৩	৫৯,৭৬,৬৬৬
সার্ভিস চার্জ আদায়	৭৯,৪৩,৯৪৮	৮০,৯৯,৫৬৬	(১,৫৫,৬১৮)
মোট বকেয়া	১০,৬১,১১৫	১৫,৫২,২৫৩	(৪,৯১,১৩৮)
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৯,০৫,১৫৬	১০,৫১,৪১৮	(১,৪৬,২৬২)
বকেয়া সদস্য	৫৬	৭৭	(২১)
সঞ্চয় স্থিতি	১,৪০,৪৬,১১৩	৮৬,৯৪,৫৮৭	৫৩,৫১,৫২৬
সদস্য সংখ্যা	৮০৩	৬৬৯	১৩৪
ঋণী সংখ্যা	৫০৪	৫১৩	(৯)

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ

সদস্যদের জীবন যাত্রার মান যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এই কম্পোনেন্ট

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২২	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	২,১০,০০০	৪,০০,৯৮১	(১,৯০,৯৮১)
সার্ভিস চার্জ আদায়	১৭,৬৩৯	২৮,৬১৮	(১০,৯৭৯)
মোট বকেয়া	-	১০,৯৮১	(১০,৯৮১)
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	-	৪,০০০	(৪,০০০)
বকেয়া সদস্য	-	৬	(৬)
সদস্য সংখ্যা	২৪	৭৮	(৫৪)
ঋণী সংখ্যা	২৪	৭৮	(৫৪)

সম্পদ সৃষ্টি ঋণ

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২২	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	৪,৩৭,৪৪৪	৯,২২,১৮০	(৪,৮৪,৭৩৬)
সার্ভিস চার্জ আদায়	৫৩,৭৫৯	৬৫,৩০৬	(১১,৫৪৭)
মোট বকেয়া	৪৫,৪৪৪	৬৯,৯৩০	(২৪,৪৮৬)
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৩৮,১৯৩	৪৮,৪০২	(১০,২০৯)
বকেয়া সদস্য	৩	১৪	(১১)
সদস্য সংখ্যা	২৪	৬৫	(৪১)
ঋণী সংখ্যা	২৪	৬৫	(৪১)

সঞ্চয় কার্যক্রম

পুঁজি গঠনে সঞ্চয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিধায় সদস্যদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই কারসা গরীবের ব্যাংকের মতো সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও নিশ্চয়তার সক্ষমতা তৈরি করতে সদস্যদের সামর্থ্য অনুযায়ী সঞ্চয়ের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। চলমান সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ-

নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় (বাধ্যতামূলক)

কারসার সকল সদস্য প্রতি সপ্তাহে বাধ্যতামূলক ন্যূনতম ১০/- টাকা করে সঞ্চয় জমা করে থাকেন। এই জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর প্রতি বছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে ৬% হারে সুদ প্রদান করা হয়। সদস্যগণ বিপদে-আপদে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময় সমিতি অথবা অফিস থেকে তার জমাকৃত সঞ্চয় উত্তোলন করতে পারেন।

আলোচ্য বছরে মোট সদস্য সংখ্যা ২৫,১৭৫ জনের কাছ থেকে সঞ্চয় বাবদ আদায় হয়েছে ১২,৯৩,৬৮,২৩৭/- টাকা। সঞ্চয় ফেরত দেওয়া হয়েছে ১২,৪৯,৬৫,৩৮০/- টাকা। বর্তমানে মোট সঞ্চয় স্থিতি আছে ২১,০৫,৯১,০২০/- টাকা। বর্তমানে সদস্যপ্রতি গড় সঞ্চয় স্থিতি আছে প্রায় ৮,৩৬৫/- টাকা।

মেয়াদী সঞ্চয়

৩০ জুন ২০২৩ তারিখে এ তহবিলে সর্বমোট ৬,৩০,০২,৪৪১/- টাকা স্থিতি আছে। মাসিক ভিত্তিতে সঞ্চয় করার জন্য এই প্রোডাক্ট চালু করা হয়েছে। এটি সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত, তবে বাধ্যতামূলক নয়, বরং ঐচ্ছিক। সদস্য ইচ্ছা করলে যে কোন সময় মেয়াদী আমানত হিসাব বন্ধ করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে সুদসহ জমানো টাকা ফেরত দেওয়া হবে। মাসিক জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১০০/- টাকা বা এর গুণিতক হবে।

ঐচ্ছিক সঞ্চয়

৩০ জুন ২০২৩ তারিখে এ তহবিলে সর্বমোট ১,৩২,৫৬,৪৩৮/- টাকা স্থিতি আছে। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এ সঞ্চয় জমা করা যায়। এটি সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত, তবে বাধ্যতামূলক নয়। সদস্য ইচ্ছা করলে মাসের যে কোন সময় ঐচ্ছিক সঞ্চয় হিসাব খুলতে বা বন্ধ করতে পারেন। এই সঞ্চয়ের উপর ৭% সুদ প্রদান করা হয়। এ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে না এবং যে কোন পরিমাণ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা করতে পারবে।

সংস্থার আর্থিক অবস্থার মান

পুঁজির তুলনায় দায়-এর অনুপাতঃ (Debt to Capital Ratio)

সংস্থার নিজস্ব তহবিলের দ্বারা দায় পরিশোধের ক্ষমতা এই অনুপাতের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়। পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক সর্বোচ্চ অনুপাত হচ্ছে ৯ঃ১। আমাদের এই অনুপাত হচ্ছে ৪.৩৬ ঃ ১।

পুঁজির তুলনায় দায় (২০২১-২০২২)	পুঁজির তুলনায় দায় (২০২২-২০২৩)
৬.০১ ঃ ১	৬.১৯ ঃ ১

কার্যক্রমে পুঁজির ব্যবহারের হারঃ (Capital Adequacy Ratio)

সংস্থার আর্থিক সচ্ছলতা পরিমাপের জন্য এই অনুপাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অনুপাত মোট তহবিলের কী পরিমাণ অংশ সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে তার নির্দেশনা দিয়ে থাকে। পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক এই অনুপাত ন্যূনতম ১৫% থাকা ভাল। আমাদের এই অনুপাত ১৫.৬৩%।

পুঁজির ব্যবহারের অনুপাত (২০২১-২০২২)	পুঁজির ব্যবহারের অনুপাত (২০২২-২০২৩)
১৪.৪৬%	১৫.৬৩%

দায় পরিশোধের ক্ষমতাঃ (Debt Service Cover Ratio)

বিগত বছরে আমাদের দায় পরিশোধের ক্ষমতা ছিল ১.০৩:১ যা এ বছর হয়েছে ১.০৯:১। যদিও পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক দায় পরিশোধের ন্যূনতম হার ১.২৫:১ হওয়া উচিত। অর্থাৎ এক টাকা পরিশোধ করতে সংস্থার ১.২৫ গুণ দায় গ্রহণযোগ্য।

দায় পরিশোধ ক্ষমতা (২০২১-২০২২)	দায় পরিশোধ ক্ষমতা (২০২২-২০২৩)
১.০৩:১	১.০৯:১

তারল্য-সঞ্চয় হারঃ (Liquidity Ratio)

বর্তমানে সংস্থার ব্রাঞ্চ পর্যায়ে সঞ্চয় ফেরত ও অন্যান্য খরচ মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তারল্য বিদ্যমান রয়েছে। সংস্থার বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৮,৬৮,৪৯,৮৯৯/- টাকা যার বিপরীতে তারল্যের পরিমাণ রয়েছে এফডিআর হিসেবে ২,৮৬,৪০,০০২/- টাকা এবং হাতে নগদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স হিসেবে ১,৪৩,৮৭,৪৮৩/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৪,৩০,২৭,৪৮৫/- টাকা যা মোট সঞ্চয় তহবিলের ১৫% । এমআরএ এবং পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক এই তারল্যের অনুপাত ন্যূনতম ১৫% থাকার নিয়ম রয়েছে।

ধারাবাহিক ভাবে তিন অর্থবছরের আর্থিক পর্যালোচনা

সংস্থার আর্থিক অবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংস্থার আর্থিক সামর্থ্য ও ভিত্তি ক্রমাগতভাবে মজবুত হচ্ছে। নিম্নোক্ত ছকে বিগত ৩ বছরের অর্জিত ফলাফলগুলো উপস্থাপন করা হলো। আর্থিক মূল্যায়নের অধিকাংশ মানদন্ডেই ক্রমাগতভাবে কারসার অগ্রগতি প্রতিভাত হচ্ছে।

ক্র. নং	অর্জিত কর্মফলের অনুপাত বিশ্লেষণ	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	পিকেএসএফ এর মানদণ্ড
১	পুঁজির তুলনায় দায় (Debt to Capital Ratio)	৪.৮২ ঃ ১	৬.০১ ঃ ১	৬.১৯ ঃ ১	৯:১
২	পুঁজির ব্যবহারের হার (Capital Adequacy Ratio)	১৮.৪৬%	১৪.৪৬%	১৫.৬৩%	১৫%
৩	দায় পরিশোধ ক্ষমতা (Debt Service Cover Ratio)	১.০১:১	১.০৩:১	১.০৯:১	১.২৫:১
৪	তারল্য-সঞ্চয় হার (Liquidity Ratio)	১৫.০৭%	১৫%	১৫%	১৫%
৫	চলতি অনুপাত (Current Ratio)	১.৫২:১	১.৬৭:১	১.৬৩:১	২:১
৬	পুঁজির আয় বর্ধনের হার (Return on Capital)	০.৬৯%	২.২৪%	৭.৭১%	১%
৭	ক্রমপুঞ্জীভূত আদায় হার (CRR)	৯৮.৫৮%	৯৮.৯২%	৯৯.২২%	৯৫%
৮	চলতি আদায়ের হার (OTR)	৮০.৯২%	৯৭.৫৪%	৯৭.৮৪%	৯২%

ধারাবাহিকভাবে পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত চিত্র

ক্রম	বিবরণ	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
১	ব্রাঞ্চ সংখ্যা	১৭	১৯	১৯	১৯	১৯
২	জনবল সংখ্যা	১৩১	১৩৯	১৩৫	১৩২	১৩২
৩	সদস্য সংখ্যা	২২,৮৬০	২৩,১৮০	২৫,১৬৪	২৫,৪২৪	২৫,১৭৫
৪	ঋণী সদস্য সংখ্যা	১৫,৯৫৫	১৫,৫৪৭	১৬,৭৬৬	১৮,৫৮৩	১৭,৬৯১
৫	সমিতি সংখ্যা	১,৭৫৯	১,৭৮৭	১,৭৯৮	১,৮১০	১,৮২৭
৬	সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	১৯,৩০,০৯,৯০১	২১,৬২,১৯,৭৯৬	২৪,০৬,৭৫,৬৪৩	২৭,২০,৮০,৫৬৩	২৮,৬৮,৪৯,৮৯৯
৭	মাঠে ঋণস্থিতি (টাকা)	৫২,১৬,৫৫,৮৬৫	৫৬,৭৮,৮১,৩০৭	৫৭,২৫,৬১,২৩০	৭৭,৪৩,৮৯,১৩৩	৮৩,৯১,১৮,৪৪৭
৮	বকেয়ার পরিমাণ (টাকা)	৩,০১,৫৫,৬০৫	১৮,৮০,৬৬,৬৭৩	৯,৪২,১০,২২২	৮,২৪,৫৪,৬৭২	৬,৮৬,৬১,২৮৮
৯	বাৎসরিক উদ্বৃত্ত (টাকা)	১,৪০,১৭,২৫৮	(১১,৭৫,৫৩১)	১৬,১১,৩০৯	৫০,৪৪,৯৭১	১,৯২,৮০,৬৩৪
১০	এ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত (টাকা)	১১,০৫,৭৫,৯৬৩	১০,৯৩,৩৫,৮৩০	১১,০৩,২১,২৬৩	১১,৫৩,৬৬,২৩৫	১৩,৪৬,৪৬,৮৬৯

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিকল্পনা

সংস্থার বর্তমান সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আগামী অর্থবছরে আমরা নিম্নোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি-

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা/টাকা
১	জনবল নিয়োগ	১০ জন
২	সমিতি গঠন	১০টি
৩	সদস্য ভর্তি	১,৪০০ জন
৪	ঋণ গ্রহীতা বৃদ্ধি	৯৮০ জন
৫	ঋণ বিতরণ	১৪৮,৯৭,০০,০০০ টাকা
৬	ঋণ আদায়	১৩২,৬৬,৩৪,০০০ টাকা
৭	ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পাবে	১৬,৩০,৬৬,০০০ টাকা
৮	ঋণস্থিতি দাঁড়াবে	১০০,২১,৮৪,৪৪৭ টাকা
৯	সঞ্চয় আদায়	১৭,৫৭,২৮,০০০ টাকা
১০	সঞ্চয় ফেরত/উত্তোলন	১৩,৬৯,৬৮,৭০০ টাকা
১১	সঞ্চয় স্থিতি বৃদ্ধি পাবে	৩,৮৭,৫৯,৩০০ টাকা
১২	সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়াবে	৩২,৫৬,০৯,১৯৯ টাকা
১৩	মূলধনী খাতে ব্যয় (ভূমি, যানবাহন, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ)	২৬,৫৫,০০০ টাকা
১৪	সার্ভিস চার্জ আদায়	১৭,৪১,০৯,০০০ টাকা
১৫	ব্যাংক সুদ প্রাপ্তি	২৭,৬০,০০০ টাকা
১৬	পিকেএসএফকে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ	২,১৮,৬২,৩৬০ টাকা
১৭	বেতন-ভাতা খরচ	৬,৭৪,৫৩,৩০০ টাকা
১৮	অফিস খরচ	২,৩১,৩০,৮০০ টাকা
১৯	সদস্যদের সুদ প্রদান	২,০৫,১৫,০০০ টাকা
২০	মোট আয়	১৭,৭৬,২০,৪০০ টাকা
২১	মোট ব্যয়	১৪,৭৬,২০,৪০০ টাকা
২২	নীট উদ্বৃত্ত	৩,০০,০০,০০০ টাকা
২৩	সদস্য কল্যাণ তহবিল আদায়	৬১,০১,৫০০ টাকা
২৪	সদস্য কল্যাণ তহবিল ফেরত	৩৭,৮১,০০০ টাকা
২৫	সদস্য কল্যাণ তহবিল স্থিতি বাড়বে	২৩,২০,৫০০ টাকা
২৬	সদস্য কল্যাণ তহবিলের স্থিতি দাঁড়াবে	২,৪০,৩৪,২৫৬ টাকা
২৭	পিকেএসএফ থেকে ঋণ গ্রহণ	৩০,০০,০০,০০০ টাকা
২৮	পিকেএসএফকে ঋণ পরিশোধ	২১,৭৫,৯৮,৩৩৩ টাকা
২৯	পিকেএসএফ-এর পাওনা বাড়বে	৮,২৪,০১,৬৬৭ টাকা
৩০	সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয়	৮,৪০,০০০ টাকা

কেস স্টাডি

বদলে যাওয়া নারী মিনু বেগম

ইচ্ছাই শক্তি। ইচ্ছা আর মনোবলই মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে। কাজে একাগ্রতা থাকলে বিনিয়োগ বড় বাঁধা হতে পারেনা। অল্প পুঁজি নিয়েও ধৈর্য্যের সাথে কাজ করে যেতে পারলে উন্নতি হয়। অভিজ্ঞতা থেকে শক্তি আসে, আর সম্ভাবনা বিচার করে নিরাপদে বিনিয়োগ করা যায়। তখন ঋণ শোধের জন্য দুশ্চিন্তা বড় হয়না, বরং ব্যবসা একটি আনন্দদায়ক চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। জীবনে সফলতা আসে। তারই প্রমাণ দিয়েছেন ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার মধুমন্ডল ডাঙ্গী গ্রামের মিনু বেগম। তার দূর্বিষহ জীবন মুছে গিয়ে ফিরে এসেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা।

মিনু বেগমের স্বামী মোঃ রহিম খান দিনমজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যেদিন কাজ পেতেন সেদিন ছেলে মেয়েদের নিয়ে দু'মুঠো খেয়ে থাকতেন। তার স্বামী প্রায়সই কর্মহীন থাকতেন। ফলে দারিদ্র্য তাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে থাকতো। স্বামীর আয় যেদিন হতো, নানাবিধ অভাবের কারণে সেদিনের মধ্যেই টাকা ফুরিয়ে যেত। অর্ধাহারেও দিন কেটেছে। সংসারের খরচ মেটানোর উপায় খুঁজেছেন দুজনেই। মিনু বেগমও আয় করার জন্য বিভিন্ন কাজ করেছেন। প্রতিবেশী স্বচ্ছল মানুষের কাছে কাজ চেয়েছেন, কখনোবা পেয়েছেন, তাতেও দিশা হয়নি। অর্থাভাবে সন্তানদের ভালো করে লেখাপড়া করাতে পারেননি। এ অবস্থা সত্যিই দূর্বিষহ।

২০১৮ সালে তিনি কারসার সদরপুর ব্রাঞ্চের বৃষ্টি মহিলা সমিতির সদস্য হন। প্রথমে ২০,০০০ টাকা বুনিয়াদ ঋণ নেন। ১৫,০০০ টাকা দিয়ে নিজের বাড়িতে মুরগি পালন শুরু করেন। বাকি ৫,০০০ টাকা দিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষাবাদ শুরু করেন। একদিকে মুরগি পালন, অন্যদিকে শাক-সবজি চাষ করে দিন ভালোই চলতে শুরু করে। আশাবাদী মিনু বেগম এই খাতে আরো বিনিয়োগের কথা ভাবেন। প্রকল্প আকারে কাজ করে সফলতার ভাবনা ভাবতে থাকেন। বাড়তি আয়ের টাকা খামারেই বিনিয়োগ করেন। খামারে উন্নতি হতে থাকে।

শাক-সবজি বিক্রি করেও আয় হতে থাকে। বাড়তি আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় হিসেবে সংস্থায় জমা করেন। ঋণের টাকাও নিয়মিতভাবে পরিশোধ করেছেন। ঋণ পরিশোধের পরে পুনরায় ঋণ নিয়ে তার মুরগির ফার্ম বড় করেছেন।
দ্বিতীয় দফা জাগরণ কম্পোনেন্ট থেকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে পুরো টাকা দিয়ে পোল্ট্রি মুরগি তুলেছেন। স্বামীকে কাজে যুক্ত করেছেন। এই দফায় বেশ আয় হয়েছে। খানা খরচ মিটিয়েও হাতে কিছু টাকা রয়ে যায়। সেই টাকা দিয়ে চাষের জমির পাশে কিছু নতুন জমি বন্ধক রেখে সবজি চাষের যায়গা বৃদ্ধি করেন। তৃতীয় দফায় ৮০,০০০ টাকা জাগরণ ঋণ নেন। মুরগির ঘর মেরামত করেন এবং আরো মুরগির ছানা কেনেন। ততদিনে সংসারে লক্ষীর বসতি পোক্ত হতে শুরু করেছে।

এর পরে তিনি অগ্রসর কম্পোনেন্টে ১,২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বিনিয়োগের অংক বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে আয়। মুরগি কেনার সাথে খামার ঘর পাকা করেন। পঞ্চম দফায় ১,৫৬,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে পুনরায় বিনিয়োগ করেছেন।
মুরগি পালনে তারা সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। খামারের যত্নআত্তি ঠিক করে করেছেন। পুরোপুরি কেনা খাবারে অভ্যস্ত না হয়ে, খাদ্য তৈরি করেও খাওয়ান। এতে মুরগির স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধি ভালো হয়। ফলে বরাবর লাভ করতে পেরেছেন।

বর্তমানে তার ষষ্ঠ দফায় ২,০৪,০০০ টাকা অগ্রসর ঋণ চলছে। এ টাকাও তিনি খামারেই বিনিয়োগ করেছেন। তাদের পাশাপাশি ১ জন দিনমজুরও খামারে কাজ করেন। সন্তানরা লেখাপড়া শিখছে।

মাত্র ৫ বছরে মিনু ঘুরে দাড়িয়েছেন। ঘর তুলেছেন, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রয়েছে। দারিদ্র্যকে সত্যিকারেই মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। মিনু বেগম এখন এলাকার একজন আদর্শ নারী। তাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে অনেকেই মুরগি পালন শুরু করেছেন।

তাদের দুঃখের দিনে ঋণ দিয়ে পাশে থাকার জন্য তিনি কারসার মঙ্গল কামনা করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দুদু মিয়া
একজন সফল উদ্যোক্তার স্বপ্ন পূরণের লড়াই

দুদু মিয়া একজন সফল মুরগির খামারি। কালকিনি উপজেলাধীন এনায়েত নগর ইউনিয়নের দরিচর গ্রামে যার যাত্রা শুরু।
পিতা মোঃ এসকান্দার মৃধা মাতা মনোয়ারা বেগমের ১১ সন্তানের একজন দুদু মিয়া ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১১জন। দুদু মিয়া এক ভাই, এক বোন ও বাবা-মায়ের সাথে বসবাস করতেন। দুদু মিয়ার বাবা পৈত্রিক জমিতে ফসল ফলানোর পাশাপাশি দিন মুজুরের কাজ করতেন। অনেক সন্তানের সংসার, আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। ফলে সংসারে অভাব লেগেই ছিল। এভাবেই বড় হয়েছেন তারা।

অল্প বয়সেই দুদু মিয়া ভিন্ন কিছু করতে চান। ব্যবসা করে উন্নতি করার কথা ভাবেন। তার মা ছিলেন কালকিনি ব্রাঞ্চের নীলিমা মহিলা সমিতির সদস্য। স্বাভাবিক ভাবেই ঋণ কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। তিনিও আয় রোজগারের গুরুত্ব বোঝেন। দুদু মিয়া ঠিক করেন, স্থানীয় খামারীদের কাছ থেকে মুরগি কিনে নিয়ে শহরে বিক্রি করবেন। সন্তানের ব্যবসার জন্য ২০১৫ সালে নীলিমা মহিলা সমিতি থেকে ৫০,০০০ টাকা জাগরণ ঋণ নিয়ে ছেলেকে ব্যবসা করতে সাহায্য করেন। তবে এ ব্যবসায় পরিশ্রমের তুলনায় খুব একটা সফলতা আসে না। ২০১৬ সালে দ্বিতীয় দফায় ৮০,০০০ টাকা জাগরণ ঋণ গ্রহণ করে বসত বাড়ির পাশে একটি টিনের চালা তৈরী করে পল্ট্রি খামারের কাজ শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যেই মুরগি বিক্রির টাকা হাতে আসে। এবার কিছুটা সফলতা দেখা যায়।

২০১৭ সালে দুদু মিয়া নিজেই অগ্রসর কম্পোন্যান্টে ভর্তি হন এবং প্রথম দফায় ১,৯২,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নতুন ঘর তৈরী করেন। সেই ঘরে পাঁচ'শ লেয়ার মুরগি পালন শুরু করেন। ক্রমে তার খামার একটি পূর্ণ খামারে পরিণত হতে থাকে। আয় বাড়তে থাকে, ঋণ শোধ হয়ে যায়। ২০১৮ সালে দ্বিতীয় দফায় ২,১৬,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে আট শতাংশ জমি ক্রয় করেন। এবং নতুন করে এক হাজার লেয়ার মুরগি ক্রয় করেন। অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে খামারে কাজ করার জন্য দু'জন সার্বক্ষণিক শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন। পরিবারের সম্পদ বাড়ছে।

২০১৯ সালে তৃতীয় দফায় ২,৫২,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন নতুন করে ১,৭৫০ টি মুরগি ক্রয় করেন এবং নতুন করে আরো এক জন শ্রমিক নিয়োগ দেন। তিনি খামার সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখেন। করোনার ধাক্কায় কিছুটা পিছু হটতে হয়েছে, তবে সে ধাক্কা তিনি সামলে নিয়েছেন।

২০২১ সালে চতুর্থ দফায় ৩,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে নতুন করে ৫,০০০ লেয়ার মুরগির বাচ্চা ক্রয় করেন এবং আরও দুই জন সার্বক্ষণিক শ্রমিক নিয়োগ দেন। ক্রমবর্ধমান গতিতে তার খামার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২০২৩ সালে বর্ধিত অংকে ঋণ নিয়েছেন। খামারের পরিধি বেড়েছে, বেড়েছে কর্মসংস্থান ও মুনাফা।

লেয়ার মুরগীর খামারে ৮,০০০ টি বড় মুরগী এবং ৫,০০০ টি লেয়ারের বাচ্চা আছে। প্রতি দিন খামার থেকে ৭,৫০০টি ডিম পাওয়া যায়। ৯ জন শ্রমিক সার্বক্ষণিক খামারে কাজ করেন। অন্য মানুষের কর্মসংস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ বলে মনে করেন তিনি। শ্রমিকদের পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য আছে। এরকম পরিবর্তন আর্থিক ক্ষমতার পাশাপাশি মানুষ হিসেবে সামাজিক মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। অথচ, কারসায় সদস্য হওয়ার সময় তার পুঁজি ছিল মা-বাবার দেয়া বর্তমানে ৫৮ শতাংশ জমি। আর এখন তিনি প্রতিষ্ঠিত খামারি। বিয়ে করেছেন, সন্তানদের দিকে খেয়াল রাখতে পারছেন। তার এই সফলতার চিত্র আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

দুদু মিয়া মনে করেন প্রচেষ্টা থাকলে মানুষ হারে না, উন্নতি অবশ্যই হয়।

Independent Auditor's Report
To the Members of Centre For Advanced Research And Social Action (CARSA)

Opinion
We have audited the financial statements of **Centre For Advanced Research And Social Action (CARSA)** which comprise the Statement of Financial Position as at 30 June 2023 and the statement of income and expenditure, statement of changes in Equity (Capital Fund), statement of cash flows and statement of receipts and payments for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects of the financial position of **Centre For Advanced Research And Social Action (CARSA)** as at 30 June 2023, and of its financial performance, its cash flows and its receipts and payments for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations including Microcredit Regulatory Authority (MRA) guideline.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the organization in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), and other applicable laws and regulations including Microcredit Regulatory Authority (MRA) guidelines, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Organization's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Organization's or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of CCDB's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Organization's stability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Organization to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with Microcredit Regulatory Act 2006 and MRA Rules 2010, we also report the following:

a) we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

b) in our opinion, proper books of accounts as required by MRA Act & Rules have been kept by the organization's management so far as it appeared from our examination of those books, and

c) the Statement of Financial Position, Statement of Income and Expenditure dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;

d)

Date: 17 October 2023
Dhaka

Mollah Quadir Yusuf & Co.
Chartered Accountants
Signed by:
Md. Musfiqur Rahman FCA
Partner
Enrolment No.: 1023
DVC: 2310191023AS392127

Centre For Advanced Research And Social Action (CARSA)

Statement of Financial Position

As at 30June 2023

Figures in Taka

Particulars	Notes	30 June 2023	30 July 2022
Property and Assets			
Non-Current Assets :			
Property, Plant and Equipment	6.00	14,475,961	15,023,617
Intangible Assets	7.00	132,703	265,407
Total Non-current Asset		**14,608,664**	**15,289,024**
Current Assets :			
Loan to Members	8.00	839,118,447	774,389,133
Other Loan-Short Term	9.00	2,367,716	3,255,046
Short Term Investments (FDR)	10.00	53,549,814	51,206,991
Accounts Receivable	11.00	1,165,000	918,000
Unsettled Staff Advance	12.00	1,046,582	1,046,582
Advance, Deposits & Prepayments	13.00	3,018,352	2,932,351
Cash and Bank Balance	14.00	125,414,689	12,679,815
Total Current Asset		**1,025,680,600**	**846,427,918**
Total Properties and Assets		**1,040,289,264**	**861,716,943**
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund			
Cumulative Surplus	15.00	121,270,549	103,889,545
Statutory Reserve	16.00	13,346,320	11,446,690
Other Funds	17.00	30,000	30,000
Total Capital Fund		**134,646,869**	**115,366,235**
Non-Current Liabilities :			
Loans from PKSF (Non-Current portion)	18.00	238,883,346	167,408,337
Gratuity Fund	19.00	23,019,675	20,230,804
Total Non Current Liability		**261,903,021**	**187,639,141**
Current Liabilities :			
Loans from PKSF (Current Portion)	18.00	220,758,315	164,058,324
Loans from Commercial Bank-Short term	20.00	-	9,280,000
Other Loans-Short term	21.00	30,808,216	28,007,469
Members Savings (Compulsory)	22.00	210,591,020	206,188,163
Members Savings (Term Deposit)	23.00	63,002,441	61,915,419
Members Savings (Voluntary Saving)	24.00	13,256,438	3,976,981
Members Saving Deposits (Enrich)		-	108,000
Accounts Payable	25.00	10,927,213	11,303,495
Loan Loss Provision (LLP)	26.00	71,866,820	53,228,524
Liabilities for Expenses (Audit fee)	27.00	60,000	60,000
Sadassa Kallan Fund	28.00	21,713,756	19,628,475
Provision for Income Tax	29.00	755,155	956,717
Total Current Liabilities		**643,739,374**	**558,711,567**
Total Liabilities		**905,642,395**	**746,350,708**
Total Capital And Liabilities		**1,040,289,264**	**861,716,943**

Annexed notes form an integral part of these financial statements.

Sr.DGM (Accounts)
CARSA

Acting Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

'Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: October 17, 2023
Dhaka

Mollah Quadir yusuf & Co.
Chartered Accountants
Signed By: Md. Musfiqur Rahman, FCA
Partner

Centre For Advanced Research And Social Action (CARSA)

Statement of Income and Expenditure

For the year ended 30 June 2023

Figures in Taka

Particulars	Notes	01 July 2022 to 30 June 2023	01 July 2021 to 30 June 2022
Income			
Income from Microcredit operation			
Service Charges on Loan	30	157,069,410	126,262,762
Other income from Microcredit operation(Pass book & forms)	31	170,550	193,475
Total income from Microcredit operation		**157,239,960**	**126,456,237**
Bank Interest	32	102,148	164,913
Bank Interest on FDR for this year	33	2,635,956	2,578,695
Others	34	26,078	9,450
Total Income		**160,004,142**	**129,209,295**
Expenditures			
Operational Expenses			
Finance Costs			
Service Charge paid of PKSF loan	35	17,889,129	14,115,418
Interest on Member's Saving (Compulsory)		11,695,948	10,899,176
Interest on Member's Saving (Terms deposit)		5,964,198	5,687,977
Interest on Member's Saving (Voluntary deposit)		510,803	73,939
Provision for Bonus for Member's Savings (Terms deposit)		-	1,393,931
Interest on Bank Loan		1,506,604	471,313
Loan Interest to CPF (provision)		2,800,747	2,452,652
Total Finance costs		**40,367,429**	**35,094,406**
General & Administrative Expenses			
Salaries and Allowance		63,934,354	55,948,814
Gratuity Provision		4,317,620	3,681,765
Office Rent		3,757,768	3,667,764
Printing		576,677	420,317
Travelling		83,516	61,790
Repair & Maintenance		175,660	145,440
Fuel cost		1,351,458	982,246
Gas		29,880	26,910
Electricity		408,830	433,716
Entertainment		119,911	110,566
Newspaper and Periodicals		75,943	59,070
Bank charges (FDR)		60,950	64,950
Bank charges (Savings)		345,349	318,221
Service Charge Rebate		-	3,428,113
Training Expenses		73,825	-
Tax Expenses		400,000	1,050,000
Registration & Annual Fees		223,555	277,525
Meeting Expenses		249,690	165,925
Donation to Enrich Project		770,000	800,000
Other Operating Expenses	36	3,483,659	3,187,337
Audit Fee		6,000	60,000
Depreciation		763,466	862,160
Total General & Administrative Expenses		**81,208,111**	**75,752,629**
Total Operational Expenses		**121,575,540**	**110,847,035**
Net Operational Income before loan Loss Provision (LLP Expenses) & Income Tax		**38,428,602**	**18,362,261**
LLP Expenses		(18,628,176)	(12,028,764)
Less : Provision for Income Tax for the year	29	(755,155)	(956,717)
Less: Short provision of Income Tax for previous year	29	(48,970)	(431,091)
Excess of Income over Expenditure of Micro Finance Program		**18,996,301**	**4,945,689**
Add: Excess of Income over Expenditure (Enrich project)		284,333	99,283
Total Excess of Income over Expenditure		**19,280,634**	**5,044,972**

Annexed notes form an integral part of these financial statements.

Sr.DGM (Accounts)
CARSA

Acting Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: October 17, 2023
Dhaka

Mollah Quadir yusuf & Co.
Chartered Accountants
Signed By: Md. Musfiqur Rahman, FCA
Partner

Centre For Advanced Research And Social Action (CARSA)

Receipts and Payments Statement

For the period from 01 July 2022 to 30 June 2023

Figures in Taka

Particulars	Notes	01 July 2022 to 30 June 2023	01 July 2021 to 30 June 2022
Receipts			
Opening Balance :		**12,443,368**	**39,574,933**
Cash at Bank		12,224,695	39251264
Cash in Hand		218,673	323,669
Receipts during the year:			
Loan from PKSF	37	305,000,000	289,500,000
Loan Realized from Members	38	1,178,519,686	943,692,097
Service Charge on Loan to Members	39	161,060,522	126,262,762
Advance, Deposits & Prepayments	40	4,320,550	3,254,700
FDR Encashment		41,026,538	68,931,831
Bank Interest		102,148	164,913
Interest on FDR		2,388,956	3,014,695
Other income from Microcredit operation(Pass book & forms)	31	170,550	193,475
Member's Savings Collection (Compulsory)		129,368,237	120,788,843
Member's Savings Collection (Term Deposit)		20,843,558	28,031,866
Member's Savings Collection (Voluntary Saving)		17,893,739	5,605,908
Collection against Sadassa Kallan Fund		5,650,775	6,137,033
Staff Security Deposit		60,000	20,000
Staff Welfare fund		75,150	79,300
Loan received from Banks		-	15,000,000
Loan realized from Enrich		2,508,744	2,898,556
Loan realized from CPF		132,780	335,795
Loan received from CPF		-	1,385,100
Advance fund received from PKSF (Enrich)		3,095,939	3,210,988
Received of Income Tax from Staff		212,800	177,200
Unsettled Claim Savings		-	6,798
Educational Scholarship		624,000	-
Others Income & Receipts	41	1,096,065	9,450
Total Receipt During the Year		**1,874,150,737**	**1,618,701,310**
Total Receipts		**1,886,594,105**	**1,658,276,243**
Payments			
Loan refund to PKSF (Principal)	42	176,825,000	159,354,166
Loan disbursed to Members	43	1,243,249,000	1,145,520,000
Service Charge paid to PKSF loan	44	17,889,129	14,115,418
Capital Expenditure	45	97,800	843,900
Advance, Deposits & Prepayments	46	3,275,000	1,888,800
Investment (FDR)	47	43,369,361	73,938,538
Interest on Member's Saving (Compulsory)		11,695,948	10,899,176
Interest on Member's Saving (Terms deposit)		6,637,033	5,687,977
Interest on Member's Savings(Voluntary Saving)		510,803	73,939
Bank Loan Interest		1,506,604	471,313
Salaries and Allowance		63,934,354	55,948,814
Office Rent		3,757,768	3,667,764
Printing		576,677	420,317

Mollah Quadir Yusuf & Co. Chartered Accountants Dhaka

Particulars	Notes	01 July 2022 to 30 June 2023	01 July 2021 to 30 June 2022
Travelling		83,516	61,790
Repair & Maintenance		175,660	145,440
Fuel cost		1,351,458	982,246
Gas Bill		29,880	26,910
Electricity bill		408,830	433,716
Entertainment		119,911	110,566
Newspaper and periodicals		75,943	59,070
Bank charges (Savings)		345,349	318,221
AIT Deducted at source (Saving)		26,011	20,292
Bank charges FDR		60,950	64,950
AIT Deducted at source (FDR)		352,885	310,207
Income Taxes paid in cash		650,188	1,145,580
Service Charge Rebate		3,991,112	3,428,113
Training Expenses		73,825	-
Tax Expenses		400,000	1,050,000
Registration & Annual Fees		223,555	277,525
Meeting Expenses		249,690	165,925
Donation to Enrich Project		770,000	800,000
Other Operating Expenses	48	3,835,690	3,406,272
Audit Fee		66,000	60,000
Member's Savings Refund (Compulsory)		124,965,380	99,758,407
Member's Savings Refund (Terms Deposit)		19,756,536	21,634,363
Member's Savings Refund (Voluntary)		8,614,282	1,628,927
Payment against Sadassa Kallan Fund		3,565,494	2,325,297
Staff Security Deposit Refund		55,000	63,000
Bank loan Refund		9,280,000	27,720,000
Staff Welfare fund refund		70,000	21,000
Gratuity Paid to staff		1,528,749	582,929
Advance paid to Enrich Branch (PKSF fund)		3,095,939	3,210,988
Loan Paid to Enrich		2,420,000	2,591,244
Income tax paid (staff)		212,800	177,200
Educational Scholarship		624,000	-
Terms Member Saving Bonus payment		387,032	-
Loan Paid to CPF		46,000	422,575
Total		**1,761,236,142**	**1,645,832,875**
Closing Balance :		**125,357,963**	**12,443,368**
Cash at Bank		124,085,961	12,224,695
Cash in Hand		1,272,002	218,673
Grand Total		**1,886,594,105**	**1,658,276,243**

Sr.DGM (Accounts)
CARSA

Acting Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

Dated: October 17, 2023
Dhaka

Mollah Quadir Yusuf & Co. Chartered Accountants Dhaka

Centre For Advanced Research And Social Action (CARSA)

Statement of Cash Flows

For the year ended 30 June 2023

Figures in Taka

Particulars	Notes	01 July 2022 to 30 June 2023	01 July 2021 to 30 June 2022
A. Cash Flows From Operating Activities:			
Surplus for the period after Provisions		18,996,301	4,945,689
Surplus Enrich for last previous period		284,333	99,283
		19,280,634	**5,044,972**
Add: Amount considered as non cash items:			
Loan loss Provision		18,638,296	12,028,764
Provision for Income Tax for the year	29	(201,562)	956,717
Short provision of Income Tax for previous year	29	-	431,091
Accrued interest on FDR	11	(247,000)	(918,000)
Gratuity Provision	19	2,788,871	3,098,836
Depreciation for the year		778,160	880,412
Sub-total of surplus after adjustment of non-cash items		**21,756,765**	**16,477,820**
(Increase)/Decrease in Loan disbursed to Members	8	(64,729,314)	(201,827,903)
(Increase)/Decrease in current Assets	9,12,13	801,330	1,428,111
Increase/(Decrease) in current Liabilities	25	(376,282)	1,222,694
		(64,304,266)	**(199,177,098)**
Net Cash used in operating activities		**(23,266,867)**	**(177,654,307)**
B. Cash Flow From Investing Activities:			
Acquisition of Property, Plant and Equipment	6	(97,800)	(843,900)
Investment in FDR	10	(2,342,823)	(5,006,707)
Net cash used in Investing activities		**(2,440,623)**	**(5,850,607)**
C. Cash Flow From Financing Activities:			
Loan Received	18,20,21	121,695,747	121,263,586
Member savings (Compulsory)	22	4,402,857	21,030,436
Member savings (Terms Deposit)	23	1,087,022	6,397,503
Member Savings (Voluntary Savings)	24	9,279,457	3,976,981
Members Saving Deposits (Enrich)		(108,000)	3,811,736
Sadassa Kallan Fund	28	2,085,281	(58,000)
Net Cash Used in Financing Activities		**138,442,364**	**156,422,242**
D.Net increase /decrease (A+B+C)		**112,734,874**	**(27,082,672)**
Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year		12,679,815	39,762,487
Cash and Bank Balance at the end of the year		**125,414,689**	**12,679,815**
The break-up of the closing cash and bank balance is as under:			
Cash In Hand (CARSA)		1,272,002	218,673
Cash at Bank (CARSA)		124,085,961	12,224,695
Cash In Hand (Enrich Project)		-	-
Cash at Bank (Enrich Project)		56,726	236,447
Total		**125,414,689**	**12,679,815**

Sr. DGM (Accounts)
CARSA

Acting Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

Dated: October 17, 2023
Dhaka

Mollah Quadir Yusuf & Co. Chartered Accountants Dhaka

Centre For Advanced Research And Social Action (CARSA)
Statement of Changes in Capital Fund
For the period ended 30 June 2023

Figure in Taka

Particulars	FY 2022-2023				FY 2021-2022
	Cumulative Surplus	Statutory Reserve	Other Funds	Total	
Balance as at July 01,2022	103,889,545	11,446,690	30,000	115,366,235	110,321,263
Add : Surplus during the year	18,996,301	-	-	18,996,301	4,945,689
Less : Transfer to statutory reserve fund	(1,899,630)	1,899,630	-	-	-
Add : Surplus of (Enrich project) during the year	284,333	-	-	284,333	99,283
Less : Short tax Provision for last year	-	-	-	-	-
Balance as at June 30, 2023	**121,270,549**	**13,346,320**	**30,000**	**134,646,869**	**115,366,235**

Sr.DGM (Accounts)
CARSA

Acting Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

Dated: October 17, 2023
Dhaka

Mollah Quadir Yusuf & Co. Chartered Accountants Dhaka

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পটভূমি

জনজীবনে টেকসই উন্নয়নের জন্যে আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড যুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরী। কারসা প্রারম্ভিক সময় থেকে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করে স্থানীয় মানুষের সাংস্কৃতিক চৈতন্যে পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই ধারাবাহিকতার সাথে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় কারসা মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নে "দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি শুরু করে।

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা) আলীনগর ইউনিয়নে ১৯৯৬ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করতে গিয়ে কারসা উপলব্ধি করেছে যে, প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে কারসা ২০১২ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহয়তায় দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে, যা চলমান রয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন চলমান কার্যক্রম

১। স্বাস্থ্য কার্যক্রম

আলীনগর ইউনিয়নের প্রতি ৫০০টি পরিবারের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন ১ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক। ইউনিয়নের মোট পরিবার ৩,৯১৯টি। এ হিসাব অনুযায়ী ৮ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্মরত রয়েছেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ প্রতি মাসে কমপক্ষে ১ বার প্রতিটি পরিবারে গিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন।

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	খানা পরিদর্শন	৩,৯১৯ টি
২	মোট জনসংখ্যা	২০,২২৭ জন
৩	গর্ভবতী মাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে	১,৫৫৬ জন
৪	সেবা গ্রহণকারী দুগ্ধদানকারী মা	২৫৯ জন
৫	গর্ভবতী মায়েদেরকে বিনামূল্যে আয়রণ ট্যাবলেট বিতরণ	৭,৮৭০ টি
৬	ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ	৮,৪৪০ টি
৭	অপুষ্টিতে ভোগা বাচ্চাদের মধ্যে বিনামূল্যে পুষ্টি কণিকা বিতরণ	১,৭৫০ টি
৮	কৃমির ঔষধ বিতরণ	৩,৩০০ টি
৯	ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা	২৬,১১৩ জন
১০	ডায়াবেটিস পরীক্ষা	৪৭১ জন
১১	উঠান বৈঠক	৩১৬ টি
১২	সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ	৯২৩ টি
১৩	স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণের মাধ্যমে আয়	৯২,৩০০ টাকা
১৪	সক্রিয় চলমান স্বাস্থ্যকার্ডধারী পরিবার সংখ্যা	১,৩৭৪ টি

সরকারি কর্মসূচির সহায়তামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াচ্ছেন কারসার স্বাস্থ্য পরিদর্শক।

স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে রোগীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য রয়েছেন ১ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (প্যারামেডিক)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	২০৭ টি
২	সেবা গ্রহণকারী	২,৩৭২ জন
৩	গর্ভবতী নারী সেবা গ্রহণকারী	১,৫৫৬ জন

স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম।

স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সপ্তাহে ১ দিন রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন ১ জন এমবিবিএস ডাক্তার-

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	৩৯ টি
২	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা	৯২০ জন

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প আয়োজন করে রোগীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়-

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন	৪ টি
২	সেবা গ্রহণকারী	৫১১ জন

বছরে ১ বার বিশেষ চক্ষুক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়-

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	বিশেষ চক্ষুক্যাম্প আয়োজন	১টি
২	সেবা গ্রহণকারী	৯৯ জন
৩	ছানি অপারেশন	২৭ জন

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

বাৎসরিক চক্ষু ক্যাম্পে চিকিৎসা নেয়া রোগীরা বাগেরহাট দৃষ্টি দান চক্ষু হাসপাতাল থেকে অপারেশন শেষে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন।

২। শিক্ষা কার্যক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া হ্রাস ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী করে গড়ে তোলা ও শিশুদের বিদ্যালয় ভীতি দূর করার জন্য বৈকালিক শিক্ষা সহয়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠদান কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের সংখ্যা	৪০ টি
২	শিক্ষক সংখ্যা	৪০ জন
৩	শিক্ষার্থী সংখ্যা	১,০০০ জন
৪	শিক্ষা কেন্দ্রে গড় উপস্থিতির হার	৯০%
৫	শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি আদায়	৬৩,৬৭০ টাকা

বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্র।

ওয়ার্ড পর্যায়ে অনুষ্ঠিত শিশুদের ক্রীড়া প্রতিয়োগীতা-২০২২।

৩। যুব উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	ওয়ার্ড পর্যায়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	৯টি
২	ইউনিয়ন পর্যায়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	১টি
৩	ওয়ার্ড পর্যায়ে যুব কমিটি গঠন	৯টি
৪	ওয়ার্ড পর্যায়ে যুব কমিটির মিটিং আয়োজন	১৮ টি
৫	যুবদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন	৪ (ব্যাচ)
৬	প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারী	১০০ জন

আলীনগর ইউনিয়নের ১৪ থেকে ২৪ বছরের যুবাদের "আত্নোপলব্ধি, নেতৃত্ববিকাশ ও করণীয়" শির্ষক ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ।

৪। বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

হতদরিদ্র পরিবার, প্রতিবন্ধী পরিবার ও দুস্থ নারী প্রধান পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রয়েছে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম। ২৪ মাসে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত, যারা যে পরিমাণ টাকা নিয়মিত সঞ্চয় জমা করতে পারবেন তারা সংস্থা থেকেও সমপরিমাণ টাকা এককালীন পাবেন। অর্থাৎ জমাকৃত সঞ্চয়ের দ্বিগুন টাকা পাবেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গত অর্থবছরে ৫ জন ও চলতি অর্থবছরে ৫ জন করে মোট ১০ জনকে জমানো টাকার দ্বিগুন টাকা দেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	বিশেষ সঞ্চয়কারী সদস্য	৫ জন
২	বিশেষ সঞ্চয় উত্তোলনকারী সদস্য	৫ জন

৫। সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর স্থাপন ও সমন্বয় সভার আয়োজন

ওয়ার্ড পর্যায়ের সমস্যা সমাধান বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি রয়েছে। যারা প্রতিমাসে ১টি সভা করেন। সভার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে মোট ৯টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর রয়েছে।

৬। অসহায় জনগোষ্ঠীকে মূল ধারায় অন্তর্ভূক্তিমূলক কার্যক্রম (ভিক্ষুক পুনর্বাসন)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	পুনর্বাসিত মোট উদ্যোমী সদস্য	৭ জন
২	মৃত উদ্যোমী সদস্য	১ জন
৩	বর্তমান উদ্যোমী সদস্য	৬ জন

৭। সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩
১	প্রশিক্ষণের ব্যাচ সংখ্যা	৪ টি
২	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সদস্য	১০০ জন

৮। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

আলীনগর ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে ১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালন করা হয়েছে আলীনগর ইউনিয়নের নবীন ও প্রবীণদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২ দিন ব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন আলীনগর ইউনিয়ন পরিষেদের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ সাহীদ পারভেজ। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন প্রবীণকমিটির সভাপতি জনাব আলী আহসান।

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th colspan="3">বিবরণ</th><th>২০২২-২০২৩</th></tr>
<tr><td rowspan="2">১</td><td rowspan="2">ইউনিয়নে মোট প্রবীণ</td><td>পুরুষ</td><td>৬২৮</td><td rowspan="2">১,২৩৪ জন</td></tr>
<tr><td>নারী</td><td>৬০৬</td></tr>
<tr><td>২</td><td colspan="3">ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রবীণ কমিটি</td><td>৯ টি</td></tr>
<tr><td>৩</td><td colspan="3">ওয়ার্ড প্রবীণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সভা</td><td>৪৫ টি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td colspan="3">ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি</td><td>১ টি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td colspan="3">ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সভা</td><td>২ টি</td></tr>
<tr><td>৬</td><td colspan="3">পরিপোষক ভাতা প্রাপ্ত প্রবীণ</td><td>৭৭ জন</td></tr>
<tr><td>৭</td><td colspan="3">পরিপোষক ভাতা প্রদান</td><td>৪,৭৫,৫০০ টাকা</td></tr>
<tr><td>৮</td><td colspan="3">মৃত ব্যক্তির সৎকার</td><td>৬ জন</td></tr>
<tr><td>৯</td><td colspan="3">সৎকারের জন্য টাকা প্রদান</td><td>১২,০০০ টাকা</td></tr>
<tr><td>১০</td><td colspan="3">শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা প্রদান</td><td>৫ জন</td></tr>
<tr><td>১১</td><td colspan="3">শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান</td><td>৫ জন</td></tr>
<tr><td>১২</td><td colspan="3">হুইল চেয়ার প্রদান</td><td>৪ টি</td></tr>
</table>

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারসার সাধারণ পরিষদের সদস্য বাবু হরিপদ দাস, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপক ও কারসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হক, কারসার পরিচালক (সামাজিক কার্যক্রম) মোঃ মনিরুজ্জামান, কারসার পরিচালক (ফিন্যান্স, অ্যাডমিন ও মাইক্রোক্রেডিট) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম , স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও গণ্যমান্য প্রবীণ ব্যাক্তিবর্গ।

নবীন ও প্রবীণদের ২ দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ছিল প্রবীণদের নির্বাচিত বিভিন্ন আকর্ষণীয় খেলাধুলা এবং ২য় দিনে ছিল বিভিন্ন ইভেন্টের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।

অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

ক) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ‘৩২ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস’ উদযাপনের জন্য কারসার সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রবীণ কমিটির সদস্যবৃন্দ কালকিনি উপজেলা প্রশাসনের সাথে র‍্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

৩২তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২২ কারসার প্রবীণ কমিটি আলীনগর ইউনিয়নে দিবসটি পালন করে ২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে। দিবসটি উদ্‌যাপনের শুরুতে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় একটি র‍্যালী করা হয়। র‍্যালীর নেতৃত্ব দেন কারসার নির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব তাহমিনা বেগম এমপি। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন কালকিনি পৌরসভার মেয়র জনাব এস এম হানিফ, কারসার সাধারণ পরিষদের সদস্য ও ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব বাবু হরিপদ দাস ও ইউয়িন প্রবীণ কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ।

র‍্যালী শেষে অনুষ্ঠিত হয় দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব তাহমিনা বেগম। বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি কালকিনি পৌর মেয়র জনাব এস এম হানিফ, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জনাব আসাদুজ্জামান ও প্রবীণ কমিটির সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি, জনাব আলী আহসান।

অনুষ্ঠান শেষে সমৃদ্ধিভূক্ত আলীনগর ইউনিয়নের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

খ) জাতীয় যুব দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন

কারসা সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আলীনগর ইউনিয়নের যুবাদের উদ্যোগে **১** নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে **যুব দিবস -২০২২।**

শুরুতেই একটি র‍্যালী করা হয়। র‍্যালীটি স্থানীয় কালিগঞ্জ বাজার প্রদক্ষিণ করে কালিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে কারসা আলীনগর অফিসে শেষ করা হয়। র‍্যালী শেষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারসা সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, কারসা ঋণ সমন্বয়কারী জনাব এম এ জলীল (সিনিয়র এজিএম)। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের যুব সমাজের নেতৃবৃন্দ।

গ) আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস - ২০২২

২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে উপজেলা প্রশাসন ও দুর্নীতি বিরোধী কমিটি কর্তৃক পালিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবসের মানব বন্ধন ও আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কারসা। আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কারসার উপজেলা দুর্নীতি বিরোধী কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সরকারী অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

ঘ) জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩

২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে আলীনগর ইউনিয়নের প্রবীণ ও নবীনদের সমন্বয়ে পালিত হয় "জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২২। দিবসটি পালনের শুরুতে একটি র‍্যালী করা হয়। র‍্যালির অগ্রভাগে ছিলেন প্রবীন কমিটির সভাপতি জনাব আলী আহসান, কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব বাবু হরিপদ দাস, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আলীনগর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি জনাব আনোয়ার হোসেন মাষ্টার ও প্রবীণ কমিটির সহ-সভাপতি জনাব, আঃ রব সরদার।

র‍্যালী শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বক্তারা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহয়তায় উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী যুবাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে **"স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো"**- শীর্ষক ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ। আলোচ্য অর্থবছরে ৪ টি ব্যাচে মোট ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা সার্টিফিকেট প্রদর্শন করে কারসা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কারসা সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমে নিয়েজিত স্বাস্থ্য সহকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন একজন এমবিবিএস ডাক্তার ও কারসার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা । আলীনগর ইউনিয়নের সকল জণসাধারনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও কারসার সাথে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য উক্ত প্রশিক্ষণে কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

কারসা শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষকদেরকে উপজেলা রিসোর্স টিমের প্রশিক্ষকবৃন্দের মাধ্যমে ২ দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান

পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় যে সকল শিক্ষার্থী এসএসসি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও সাম-াজিকভাবে অবহেলিত ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ১২,০০০ টাকা করে মোট ৩,২৪,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারসার সাধারণ পরিষদের সদস্য ও কালিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু হরিপদ দাস, কালিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুল কুদ্দুস, কালিনগর ফাসিয়াতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সোহরাপ হোসেন কিরন, আলীনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আনোয়ার হোসেন মাষ্টার, অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবক বৃন্দ।

সদস্য প্রশিক্ষণ

আলোচ্য অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে গরু মোটতাজাকরণ ও সবজী চাষে আগ্রহী ১০০ জন সদস্যকে ১ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়।

অডিট এর সার-সংক্ষেপ

আলোচ্য অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) অডিট সম্পন্ন করেছে Mollah Quadir Yusuf & Co. Chartered Accountants, House # 63/F (3rd Floor), Dolphin Goli, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka-1209. এজন্য Mollah Quadir Yusuf & Co. Chartered Accountants কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আলোচ্য অর্থবছরে (জুলাই-২০২২ হতে জুন-২০২৩) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে মূল ঋণ গ্রহণ করেছি ৩০,৫০,০০,০০০/- টাকা এবং পরিশোধ করেছি আসল ১৭,৬৮,২৫,০০০/- টাকা ও সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করেছি ১,৭৮,৮৯,১২৯/- টাকা। পিকেএসএফ-এর আসল পাওনা সর্বমোট (পূর্বের পাওনাসহ) ৪৫,৯৬,৪১,৬৬১/- টাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্থার মোট আয় হয়েছে ১৬,০০,০৪,১৪২/- টাকা, পক্ষান্তরে এর পূর্ববর্তী অর্থবছরে মোট আয় হয়েছিল ১২,৯২,০৯,২৯৫/- টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্থার মোট ব্যয় হয়েছে ১৪,০৭,২৩,৫০৮/- টাকা যা এর পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১২,৪১,৬৬,৩২৪/- টাকা। আলোচ্য বছরে সংস্থার নীট আয় হয়েছে ১,৯২,৮০,৬৩৪/- টাকা যা এর পূর্ববর্তী বছর ছিল ৫০,৪৪,৯৭২/- টাকা।

স্টাফ বেনিফিটস এবং সিকিউরিটি

কারসায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. পে-স্কেলঃ কারসা সাধারণত অন্যান্য সংস্থার বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আর্থিক স্বচ্ছলতা রক্ষার্থে কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে বেতন পুনর্নির্ধারণ করার বিষয়টি বিবেচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে সংস্থার আয়ের সাথে ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি যৌক্তিক বেতন কাঠামো বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কারসার সর্বস্তরের কর্মী/কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা ডিসেম্বর-২০২২ থেকে চলমান আছে।

২. প্রভিডেন্ট ফান্ডঃ সংস্থায় কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের ১০% প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসেবে কর্তন করে এর সাথে সংস্থা আরো ১০% প্রদান করে সংশ্লিষ্ট স্টাফের নামে জমা রাখে যা তারা সংস্থা থেকে চলে যাবার সময় প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। বিনিয়োগকৃত টাকা থেকে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায় তা সংশ্লিষ্ট স্টাফের জমাকৃত টাকার উপর হারাহারিভাবে বন্টন করা হয়ে থাকে।

৩. বাড়ি ভাড়াঃ কারসা প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড পর্যায়ে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মূল বেতনের ৪৫-৬০% বাড়ি ভাড়া প্রদান করে থাকে।

৪. চিকিৎসা ভাতাঃ কারসা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের ১৫% চিকিৎসা ভাতা প্রদান করে থাকে। এছাড়া কোন স্টাফ কর্তব্যরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পতিত হলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে চিকিৎসা ব্যয়ও প্রদান করে থাকে।

৫. যাতায়াত ভাতাঃ কারসা ফিল্ড পর্যায়ে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মূল বেতনের ২০% এবং প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের ৩৫-৪৫% যাতায়াত ভাতা প্রদান করে থাকে।

৬. গ্র্যাচুইটিঃ সংস্থায় কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিম্নোক্তভাবে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়-

ক. চাকরির মেয়াদ ৩ বছর পূর্ণ না হলে গ্র্যাচুইটি প্রযোজ্য হবে না।

খ. চাকরির মেয়াদ ৩ বছরের উর্ধ্বে এবং ৫ বছরের কম হলে গ্র্যাচুইটি হবে মূল বেতন দ্ধ .৫ × সমাপ্ত বছর।

গ. চাকরির মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হলে গ্র্যাচুইটি হবে মূল বেতন × ১ × সমাপ্ত বছর।

ঘ. চাকরির মেয়াদ ১০ বছর পূর্ণ হলে গ্র্যাচুইটি হবে মূল বেতন × ২ × সমাপ্ত বছর।

৮. বার্ষিক ইনক্রিমেন্টঃ কর্মরত স্থায়ী স্টাফদেরকে প্রতি বছর একটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়। তাছাড়া কাজের মান ও বিশেষ যোগ্যতা বিবেচনা করে একাধিক ইনক্রিমেন্টও প্রদান করা হয়ে থাকে।

৯. উৎসব ভাতাঃ কর্মরত স্টাফদেরকে প্রতি বছর ২টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়। স্থায়ী স্টাফগণ মূল বেতনের সমান এবং অস্থায়ী স্টাফগণ নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উৎসব ভাতা পেয়ে থাকেন।

১০. ছুটি সংক্রান্ত সুবিধাঃ কর্মরত কর্মীগণ বছরে ১২ দিন ঐচ্ছিক, ২০ দিন বাৎসরিক, ৬ দিন অসুস্থতাজনিত এবং ১৮০ দিন মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ১৫ দিন অর্জিত ছুটি পেয়ে থাকেন।

বর্ণিত ছুটির বাইরে যদি কোন কর্মীর বিশেষ কারণে ছুটির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্বাহী পরিচালক

বরাবর আবেদন করতে পারেন। নির্বাহী পরিচালক ছুটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ছুটির অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এছাড়া যুক্তিসঙ্গত কারণে যে কোন কর্মী অনুমোদন সাপেক্ষে অবৈতনিক ছুটি ভোগ করতে পারেন।

১১. ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত সুবিধাঃ সংস্থার স্থায়ী কর্মী/কর্মকর্তা তার নিজ বা পরিবারের কোন সদস্যের চিকিৎসা, বিবাহের ব্যয় নির্বাহ, শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ, নিজস্ব বাসগৃহের জমি ক্রয়, নিজস্ব বাসগৃহ নির্মাণ বা মেরামতসহ যুক্তিসংগত কারণে সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোন স্টাফ সিপিএফ তহবিলে অন্তর্ভুক্তির ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঋণ গ্রহণ করতে চাইলে তার নিজস্ব জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত, ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিজস্ব এবং সংস্থার যৌথভাবে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়াও সংস্থার কর্মকর্তগণ তাঁদের দায়িত্ব ও পদের গুরুত্ব অনুসারে বাই সাইকেল ঋণ, মোটরসাইকেল ঋণ গ্রহণ করতে পারেন।

১২. বদলিজনিত টিএঃ কর্মরত কোন স্টাফকে সংস্থার প্রয়োজনে এক কর্মস্থল হতে অন্য কর্মস্থলে বদলি করা হলে তারা সংস্থার নিয়মানুযায়ী বদলিজনিত টি এ প্রাপ্য হয়ে থাকেন।

১৩. মোটরসাইকেল ভাতাঃ ফিল্ড পর্যায়ে কর্মরত অফিসারগণ সংস্থার নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হারে মোটরসাইকেল ভাতা প্রাপ্য হয়ে থাকেন।

১৪. ভ্রমণ ভাতাঃ কর্মরত স্টাফগণ সংস্থার কাজে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে থাকেন। সেজন্য তাদেরকে সংস্থার নিয়মানুযায়ী যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং কর্মীগণ নিজ নিজ কর্মস্থলের বাহিরে অফিসের কাজে অন্য কোথাও অবস্থান করলে থাকার জন্য প্রকৃত হোটেল ভাড়া এবং সংস্থার নিয়মানুযায়ী খাওয়ার খরচ প্রাপ্য হয়ে থাকেন।

১৫. মোবাইল ভাতাঃ সংস্থায় কর্মরত কর্মী/কর্মকর্তাগণ সংস্থার নিয়মানুযায়ী মোবাইল ভাতা পেয়ে থাকেন ।

১৬. কর্মী জামানতঃ সংস্থায় যোগদানের সময় জামানত বাবদ ৫,০০০/- টাকা জমা প্রদান করতে হয়। চাকরি শেষে/ছেড়ে চলে যাবার সময় উক্ত টাকা সংস্থার নিয়মানুযায়ী লভ্যাংসসহ ফেরত দেওয়া হয়।

কল্যাণ তহবিল

কল্যাণ তহবিলের উদ্দেশ্য

কারসায় চাকুরিরত কর্মজীবীদের ও তাদের পরিবারের আর্থিক সংকটের সময় অনুদানের মাধ্যমে সহায়তা করা।

অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া

নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত (১) প্রধান কার্যালয়ের ১ জন (২) মনিটরিং সেল হতে ১ জন (৩) এরিয়া ম্যানেজারদের মধ্য হতে ১ জন (৪) ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের মধ্য হতে ১ জন ও (৫) ফিল্ড অফিসারদের মধ্য হতে ১ জন এই ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি প্রাপ্ত আবেদন যাচাই করে সুপারিশ করলে এর ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

পরিবার

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন-
স্ত্রী অথবা স্বামী এবং সন্তান, পালক পূত্র (হিন্দুদের ক্ষেত্রে), মাতা-পিতা, নাবালক ভাই, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী, অবিবাহিতা অথবা তালাক প্রাপ্তা অথবা বিধবা বোন- যারা মৃত কর্মচারীর পরিবারে একত্রে বসবাস করে এবং তার উপর নির্ভরশীল

কল্যাণ তহবিলে চাঁদার হার

মাসিক বেতনের শতকরা ভাগ (১%) অথবা সর্বোচ্চ ৫০ টাকা এ দুয়ের মধ্যে যা নিম্নতম তা মাসিক বেতন হতে কর্তন করে ভিন্ন একটি হিসাবে জমা করা হয়।

কল্যাণ তহবিল হতে যারা সুবিধাদি দাবিদার হবেন

(ক) মেডিকেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কর্মচারীকে শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম ঘোষণা করলে চাকরি হতে অপসারিত হলে;
(খ) চাকরিতে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার সুবিধাদি পাবেন।

অনুদান দাবি করার সময়সীমা

কর্মচারীর মৃত্যু বা অক্ষমতার কারণে অপসারিত হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে।

কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান

নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অনুদান ছাড়াও নিম্নোক্ত বিশেষ অনুদান প্রদান করতে পারেন-

নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অনুদান ছাড়াও নিম্নোক্ত বিশেষ অনুদান প্রদান করতে পারেন-

(ক) নিজের সৃষ্ট নয় এমন চরম আর্থিক সংকটে তহবিলের অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মূল বেতনের সমান অর্থ পাবে; তবে চিকিৎসাজনিত কারণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিংবা অন্য কোনো বিশেষ কারণে নির্বাহী কমিটি অনুদানের পরিমাণ বাড়াতে পারবে।

(খ) মৃত কর্মচারীর অসহায় মেয়ের বিয়ের জন্য সাব কমিটির সুপারিশ ও নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে এককালীন অনুদান প্রদান করা যাবে।

(গ) মৃত কর্মচারীর মেধাবী কিন্তু অসহায় সন্তান (সর্বোচ্চ দু'টি) সাব কমিটির সুপারিশ ও নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে মাসিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান।

জুন-২০২৩ পর্যন্ত এ তহবিলে সর্বমোট ৫,৩২,৪৬০/- টাকা জমা হয়েছে ।

কারসা সিটিজেন চার্টার

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কারসার সর্ব পর্যায়ে দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন উল্লেখ পূর্বক তা সংস্থার অংশীদার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করার জন্য সংস্থার একটি সিটিজেন চার্টার তৈরি করা আছে যা কারসার সকল অফিসে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। সিটিজেন চার্টারটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

লক্ষ্য

সদস্যদের স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতাভুক্ত করে দারিদ্র্য দূর করা এবং এলাকার শিক্ষিত বেকার নারী-পুরুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সাথে সাথে শুরু থেকেই কারসাকে স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখে সংস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভূমিহীন বিত্তহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, আয় বৃদ্ধি করা, সচেতনতা সৃষ্টি করা, ক্ষমতায়ন করা।

কারসা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) সনদ প্রাপ্ত। সনদ নম্বর- ০০৮২৬-০০৪৯৯-০০২২১, তারিখঃ ২৯ এপ্রিল ২০০৮।

তথ্য প্রদান ও তথ্য সংরক্ষণ বিষয়ক

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালরের ঠিকানাঃ

বাড়ি- ২৯, সড়ক- ১, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯৬৭১৫৮৭, মোবাইল: ০১৭১১২১৯১৮১
ই-মেইল: carsa95@yahoo.com,
website: carsa-bd.org

শাখা অফিসের ঠিকানা প্রত্যেক শাখায় প্রদর্শন করা আছে।

পাঁচ বছর পর্যন্ত গ্রাহক/সদস্যদের নাম, ঠিকানা, প্রয়োজনীয় তথ্য ভর্তি রেজিস্টার-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা আছে।

ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া

সমিতির কোন সদস্যের ঋণ প্রয়োজন হলে সমিতিতে সকল সদস্যের উপস্থিতিতে সমিতির পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে উত্থাপিত ঋণ প্রস্তাব গৃহীত হলে ফিল্ড অফিসার ঋণের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস যথাযথভাবে পূরণ করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নিকট উপস্থাপন করেন। অতঃপর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ঋণ প্রস্তাবপত্র ও ঋণী যাচাই-বাছাই শেষে এরিয়া ম্যানেজারের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত দিনে ঋণ বিতরণ করেন। ঋণ আবেদনের ৭-১৫ দিনের মধ্যে ঋণ প্রদান করা হয়।

ঋণ প্রদানকালে গ্রাহকের নিকট হতে গৃহীত ফি

ঋণ আবেদন ও ঋণ চুক্তিপত্র বাবদ ৫/- টাকা ও পাশ বই বাবদ ১০/- টাকা, সর্বমোট ১৫/- টাকা গ্রহণ করা হয়।

ঋণের কিস্তি আদায় এবং পরিশোধের মেয়াদ

সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ঋণ বিতরণ করায় সর্বনিম্ন ১৫ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৭ দিন পরে কিস্তি আদায় শুরু হবে এবং ৪৬ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

কম্পোনেন্টের নাম ও ঋণের সুদের হার (ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতি)

(১) জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ	২৪.০০%
(২) অগ্রসর ঋণ	২৪.০০%
(৩) অগ্রসর-এমডিপি ঋণ	১৮.০০%
(৪) বুনিয়াদ ক্ষুদ্রঋণ	২০.৮০%
(৫) সুফলন ঋণ	২৪.০০%
(৬) এলআরএল ক্ষুদ্রঋণ	৮.০০%
(৭) আয়বর্ধন মূলক ঋণ	২৪.০০%
(৮) জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ	৮.০০%
(৯) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ	৮.০০%

গ্রাহকদের অধিকার ও কর্তব্য

- কিস্তিভিত্তিক সঞ্চয়ী আমানত রাখার জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি বিধিমালা-২০১০ এর ২৭ নং বিধি বলে অনুমোদিত।
- সংস্থা হতে সরাসরি নির্ধারিত জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ, অগ্রসর ঋণ, বুনিয়াদ ক্ষুদ্রঋণ, সুফলন ঋণ, আয়বর্ধন মূলক ঋণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ, সম্পদ সৃষ্টি ঋণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণসহ অন্যান্য ঋণ ও ঝুঁকি তহবিলের সেবা গ্রাহক পাওয়ার অধিকারী হবেন।
- সংস্থার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে গ্রাহকদের অংশগ্রহণের অধিকার আছে।
- ঝুঁকি তহবিলের দাবি প্রাপ্তির অধিকার গ্রাহকদের আছে।
- সঞ্চয়ের উপর ৬% হারে সুদ প্রাপ্তির অধিকার গ্রহকদের আছে।
- যে কোন কার্যদিবসে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তদ্‌কর্তৃক আমানত ও ঋণস্থিতির বিবরণ জানার অধিকার গ্রহকদের আছে।

অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম

ক) শিক্ষা প্রকল্প খ) স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প গ) সমৃদ্ধি কর্মসূচি
প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সঞ্চয় ও অন্যান্য সকল সেবামূলক কার্যক্রম সংকলিত আকারে প্রধান কার্যালয়ে ও ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে রাখা আছে।

কারসার অফিসসমূহের নাম ঠিকানা

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	অফিসের ঠিকানা	কার্যক্রম শুরুর তারিখ
১	প্রধান কার্যালয়	বাড়ি-২৯ (৩য় তলা), সড়ক-০১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫।	আগস্ট ১৯৯৫
২	কালকিনি ব্রাঞ্চ	উপজেলাঃ কালকিনি, জেলাঃ মাদারীপুর।	নভেম্বর ১৯৯৭
৩	মাদারীপুর ব্রাঞ্চ	পানি ছত্র, দীঘিরপাড়, জেলাঃ মাদারীপুর। (আল জাবির উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে)।	ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
৪	শিবচর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ কেরানীবাট (বরহামগঞ্জ চত্তর সংলগ্ন) ডাকঘরঃ বরহামগঞ্জ উপজেলাঃ শিবচর, জেলাঃ মাদারীপুর	এপ্রিল ১৯৯৯
৫	মস্তফাপুর ব্রাঞ্চ	বড় মেহের, (দায়ীকান্দি), মস্তফাপুর, মাদারীপুর।	জুন ২০০২
৬	কার্তিকপুর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ ডিঙ্গামানিক, ইউনিয়নঃ কার্তিকপুর, উপজেলাঃ নড়িয়া, জেলাঃ শরীয়তপুর।	অক্টোবর ২০০২
৭	আংগারিয়া ব্রাঞ্চ	আংগারিয়া (আংগারিয়া বাজার সলংগ্ন) জেলাঃ শরীয়তপুর।	মে ২০০৫
৮	ভেদরগঞ্জ ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ গৈড্যা, উপজেলাঃ ভেদরগঞ্জ, জেলাঃ শরীয়তপুর।	মে ২০০৫
৯	দত্তপাড়া ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ গুপ্তেরকান্দি (সূর্যনগর বাজার) দত্তপাড়া, সূর্যনগর বাজার উপজেলাঃ শিবচর, জেলাঃ মাদারীপুর।	জুলাই ২০০৫
১০	সাহেবরামপুর ব্রাঞ্চ	কলেজ রোড, সাহেবরামপুর বাজার উপজেলাঃ কালকিনি জেলাঃ মাদারীপুর।	এপ্রিল ২০০৭
১১	নড়িয়া ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ মশুরা, ইউনিয়নঃ ভোজেশ্বর উপজেলাঃ নড়িয়া, জেলাঃ শরীয়তপুর।	জুন ২০০৭
১২	মহারাজপুর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ বনগ্রাম, বনগ্রাম বাজার (ঘুন্সি স্ট্যান্ড কৃষি ব্যাংক রোড) ইউনিয়নঃ মহারাজপুর, উপজেলাঃ মুকসেদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ।	নভেম্বর ২০১১
১৩	ভাংগা ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ হোগলাডাভী, উপজেলাঃ ভাংগা, জেলাঃ ফরিদপুর।	নভেম্বর ২০১১
১৪	আলীনগর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ কালিগঞ্জ (কালিগঞ্জ বাজার), ইউনিয়নঃ আলীনগর, উপজেলাঃ কালকিনি, জেলাঃ মাদারীপুর।	অক্টোবর ২০১২
১৫	টেকেরহাট ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ ঘোসালকান্দি, ডাকঘরঃ খালিয়া, টেকেরহাট বাজার উপজেলাঃ রাজৈর, জেলাঃ মাদারীপুর।	অক্টোবর ২০১২
১৬	গোসাইরহাট ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ ধীপুর (ইদিলপুর মডেল হাই স্কুলের সামনে) উপজেলাঃ গোসাইরহাট, জেলাঃ শরীয়তপুর।	নভেম্বর ২০১৫
১৭	জাজিরা ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ আক্কেল মাহ্‌মুদ মুন্সিকান্দি (থানার দক্ষিণ পাশে) উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর।	নভেম্বর ২০১৫
১৮	সদরপুর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ পূর্ব শ্যামপুর, উপজেলাঃ সদরপুর, জেলাঃ ফরিদপুর।	অক্টোবর ২০১৫
১৯	কালামৃধা ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ নিলখী, ডাকঘরঃ নিলখী বন্দর উপজেলাঃ শিবচর, জেলাঃ মাদারীপুর।	ডিসেম্বর ২০১৯
২০	ছিলারচর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ বাজিতপুর , ডাকঘরঃ সলেনামা বাজিতপুর উপজেলাঃ শিবচর, জেলাঃ মাদারীপুর।	জানুয়ারি ২০২০

প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

শিবচর ব্রাঞ্চের প্রভাতী মহিলা সমিতির অগ্রসর সদস্য মেরিনা আক্তার-এর পান বরজ।

সদরপুর ব্রাঞ্চের বৃষ্টি মহিলা সমিতির অগ্রসর সদস্য মিনু বেগম।

কালামৃধা ব্রাঞ্চের ময়নামতি মহিলা সমিতির অগ্রসর সদস্য
রিমা আক্তার-এর খাদ্য তৈরি প্রকল্প।

কালামৃধা ব্রাঞ্চের সূচনা মহিলা সমিতির জাগরণ সদস্য
মরিয়ম এর গরু পালন।

জাজিরা ব্রাঞ্চের মধুমিতা মহিলা সমিতির সদস্য বেবী আক্তারের
দেশি মুরগীর খামার।

শিবচর ব্রাঞ্চের চাঁদনী মহিলা সমিতির জাগরণ সদস্য
যমুনা রানী ঋষী-র ঐতিহ্যবাহী লোকজ বেতের শিল্প।

আলীনগর ব্রাঞ্চের পথের সাথী মহিলা সমিতির সদস্য
কণিকা রানীর বাঁশের তৈজসপত্র প্রকল্প।

কালামৃধা ব্রাঞ্চের তিস্তা মহিলা সমিতির বুনিয়াদ সদস্য
সুমাইয়া বেগমের বেত শিল্প।

কর্মকর্তাদের সাথে কার্যক্রম নিয়ে মিটিং করছেন সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ কর্মসূচিতে টি স্টল স্থাপনের জন্য টাকা প্রদান।

সদরপুর ব্রাঞ্চের আদর্শ পুরুষ সমিতির সুফলন কম্পোনেন্টের সদস্য আলতাব হোসেন-এর সবজি চাষ প্রকল্প।

কার্তিকপুর ব্রাঞ্চের সূর্যমূখী মহিলা সমিতির সদস্য কুলসুম বেগম এর পুত্র সিহাব আহমেদ-কে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন কারসার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব মোঃ ফারুক হোসেন মৃধা।

সদরপুর ব্রাঞ্চের আলোর পথে মহিলা সমিতির সদস্য ফাহিমা বেগম এর কন্যা হাফিজা আক্তার-কে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন কারসার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব বিমল চন্দ্র রায়।

প্রধান কার্যালয়ঃ বাড়ী # ২৯, রোড # ১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫
House # 29, Road # 1, Dhanmondi R/A, Dhaka-1205
Tel: 9671587, e-mail: carsa95@yahoo.com, www.carsa-bd.org